<u>ক্রেডিট কার্ডের অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী</u>

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ড

“সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলি" বা এমআইটিসি আইডিবিআই ব্যাঙ্কের সমস্ত ক্রেডিট কার্ড, কার্ড সদস্য, ক্রেডিট কার্ডের আবেদনকারী, ব্যাঙ্কের গ্রাহক এবং ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড পরিষেবায় আগ্রহ প্রকাশকারী সাধারণ নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য। ব্যাঙ্কের নিজস্ব বিবেচনা এবং সময়ে সময়ে প্রযোজ্য আইন অনুসারে এমআইটিসি-র এই শর্তাবলি পরিবর্তনযোগ্য। এই শর্তাবলি ‘কার্ডধারীর চুক্তি’-র শর্তাবলির সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এর সাথেই মিলিয়ে পড়তে হবে। এমআইটিসি এবং কার্ডধারীর চুক্তির মধ্যে কোনো অসংগতি দেখা দিলে, কার্ডধারীর চুক্তিটিই প্রাধান্য পাবে, যদি না এখানে অন্য কোনোভাবে নির্দিষ্ট করা থাকে। এখানে ব্যবহৃত কিন্তু স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি এমন সমস্ত পরিভাষার অর্থ কার্ডধারীর চুক্তির অধীনে প্রদত্ত অর্থের অনুরূপ হবে।

1. <u>ফি এবং চার্জের তালিকা</u>

(a) জয়েনিং ফি এবং বার্ষিক মেম্বারশিপ ফি

জয়েনিং ফি এবং বার্ষিক মেম্বারশিপ ফি প্রাইমারি এবং অ্যাড-অন ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কার্ডধারী আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ডটি যে অফারের অধীনে গ্রহণ করেছেন, তার ওপর ভিত্তি করে এই ফি ভিন্ন হতে পারে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অ্যাড-অন কার্ডধারীর ফি সহ এই সমস্ত চার্জ কার্ড ইস্যু বা রিনিউয়ালের সময় কার্ডধারীর ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টে ধার্য করা হয়। যে মাসে এই চার্জ ধার্য করা হবে, সেই মাসের মাসিক ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্টে এটি প্রতিফলিত হবে। ক্রেডিট কার্ডটি বন্ধ করে দেওয়া হলে কোনো ফি রিফান্ড বা ফেরত পাওয়া যাবে না। বর্তমানে কার্যকর চার্জগুলো সংযুক্ত ‘শিডিউল অফ ফিস অ্যান্ড চার্জেস’-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

a) <u>ক্যাশ অ্যাডভান্স ফি</u>

কার্ডধারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক বা ভারত ও বিদেশের অন্যান্য এটিএম থেকে ২৪ ঘণ্টা নগদ টাকা তোলার সুবিধা পাবেন। এই ধরনের সমস্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে উত্তোলিত অর্থের ২.৫% অথবা ৫০০ টাকা, এর মধ্যে যেটি বেশি, সেই পরিমাণ অর্থ লেনদেন ফি হিসেবে ধার্য করা হবে। এই ফি নগদ টাকা তোলার সময়েই যুক্ত হবে এবং পরবর্তী মাসিক স্টেটমেন্টে তা উল্লেখ করা হবে। আইডিবিআই ব্যাঙ্ক তার নিজস্ব বিবেচনায় এই লেনদেন ফি পরিবর্তন করার অধিকার রাখে।এ ছাড়া, নগদ টাকা তোলার লেনদেনের ওপর উত্তোলনের তারিখ থেকে প্রতিদিনের বকেয়া ব্যালেন্সের ওপর ভিত্তি করে প্রচলিত হারে ফিন্যান্স চার্জ প্রযোজ্য হবে। এই ফিন্যান্স চার্জ বিলিং সাইকেলের শেষ দিনে ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টে ডেবিট বা ধার্য করা হবে।

b) <u>চার্জ সমূহ</u>

(i) আইডিবিআই ব্যাঙ্ক প্রদত্ত বিশেষ কোনো পরিষেবা ব্যবহারের জন্য অথবা কার্ড অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে কার্ড সদস্য কোনো নিয়ম লঙঘন করলে, সময় সময় প্রযোজ্য চার্জ এবং ফি কার্ড সদস্যকে প্রদান করতে হবে।

(ii) আইডিবিআই ব্যাঙ্ক যেকোনো চার্জ বা ফি পরিবর্তন করার অথবা নতুন কোনো চার্জ বা ফি চালু করার অধিকার রাখে। তবে এ ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গ্রাহককে যথাযথভাবে অবহিত করা হবে।

(iii) অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, সমস্ত ফি ও চার্জ এবং প্রচলিত পরোক্ষ করের আওতায় থাকা অন্য যেকোনো পরিমাণের ওপর পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি)-সহ প্রযোজ্য পরোক্ষ কর আদায় করা হবে।

(iv) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ (মিনিমাম অ্যামাউন্ট ডিউ) পরিশোধ করা না হলে বিলম্বিত পেমেন্ট চার্জ বা লেট পেমেন্ট চার্জ প্রযোজ্য হবে।

(v) কার্ডের জন্য নির্ধারিত ক্রেডিট লিমিট বা খরচের সীমা অতিক্রম করলে ওভার লিমিট চার্জ প্রযোজ্য হবে।

(vi) বৈদেশিক মুদ্রায় সম্পন্ন সমস্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে বিনিময়ের হার ভিসা/মাস্টারকার্ড/রুপে এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্ক দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং এটি কার্ডধারীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে। সমস্ত আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রস-কারেন্সি কনভার্সন রেট বা মুদ্রার বিনিময় হারের ওপর অতিরিক্ত ৩.৫% মার্ক-আপ চার্জ যুক্ত করা হবে।

c) **সুদ বিহীন সময়সীমা**

সুদবিহীন ক্রেডিট পিরিয়ড বা ঋণের সুদহীন সময়সীমা ১৮ থেকে ৪৮ দিন পর্যন্ত হতে পারে। তবে এটি নির্দিষ্ট ক্রেডিট কার্ডের জন্য প্রযোজ্য স্কিম (অনুগ্রহ করে ফি এবং চার্জের তালিকাটি দেখুন) এবং মার্চেন্ট বা বিক্রেতার পক্ষ থেকে দাবিপত্র জমা দেওয়ার ওপর নির্ভর করে।মনে রাখবেন, যদি আগের মাসের বকেয়া সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা না হয় অথবা কার্ড সদস্য এটিএম থেকে নগদ টাকা তুলে থাকেন, তবে এই সুদহীন সময়সীমার সুবিধা পাওয়া যাবে না।

উদাহরণস্বরূপ: ২১শে জুন থেকে ২০শে জুলাই পর্যন্ত সময়ের স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে, পেমেন্ট ডিউ ডেট বা টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হবে ৭ই আগস্ট। যদি ধরে নেওয়া হয় যে আপনি আপনার আগের মাসের স্টেটমেন্টের সম্পূর্ণ বকেয়া টাকা শেষ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করে দিয়েছেন, তবে সুদহীন সময়সীমাটি হবে নিম্নরূপ:

1. ২১শে জুনের কেনাকাটার ক্ষেত্রে, সুদহীন সময়সীমা হবে ২১শে জুন থেকে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত, অর্থাৎ ৪৮ দিন।
2. ১৪ই জুলাইয়ের কেনাকাটার ক্ষেত্রে, সুদহীন সময়সীমা হবে ১৪ই জুলাই থেকে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত, অর্থাৎ ২৫ দিন।
3. সুতরাং, কেনাকাটার তারিখের ওপর ভিত্তি করে এই সুদহীন সময়সীমা ভিন্ন হতে পারে। তবে, যদি আগের মাসের সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ শেষ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা না হয়, সেক্ষেত্রে এই সুবিধাটি বাতিল হয়ে যাবে এবং কোনো সুদহীন সময়সীমা পাওয়া যাবে না। নগদ অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে, লেনদেনের তারিখ থেকে শুরু করে টাকা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ ধার্য করা হবে।

দ্রষ্টব্য: ফি এবং চার্জের তালিকার জন্য অনুগ্রহ করে অ্যানেক্সার বা পরিশিষ্টটি দেখুন।

2. **অর্থ /সুদ/পরিষেবা মাশুল**

(i) কার্ড সদস্য যদি তাঁর সম্পূর্ণ বকেয়া টাকা পরিশোধ না করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে লেনদেনের তারিখ থেকে সেই বকেয়া অর্থের ওপর এবং সমস্ত নগদ অর্থ উত্তোলনের ওপর মাসিক শতাংশ হারে ফিন্যান্স চার্জ প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হচ্ছে। ফিন্যান্স চার্জ প্রযোজ্য হলে, কার্ডের সমস্ত বকেয়া টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত তা কার্ড সদস্যের অ্যাকাউন্টে ডেবিট বা ধার্য করা হতে থাকে।

(ii) নগদ অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে লেনদেনের তারিখ থেকে শুরু করে টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করা পর্যন্ত ফিন্যান্স চার্জ প্রযোজ্য হবে।

(iii) গ্রাহক যদি কোনো বকেয়া অর্থ পরবর্তী মাসের জন্য বজায় রাখেন অথবা নগদ অর্থ উত্তোলন করেন, তবে দৈনিক বকেয়া স্থিতির ওপর ভিত্তি করে গণনা করা ফিন্যান্স চার্জ সেই বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী নতুন বিলিং উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

(iv) যদি কোনো কার্ডধারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ডের রিভলভিং ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণ করেন এবং মাসিক বিলিং স্টেটমেন্টে উল্লিখিত মোট বকেয়া অর্থের চেয়ে কম টাকা পরিশোধ করেন, তবে সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থের ওপর ফিন্যান্স চার্জ প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও, পূর্ববর্তী বকেয়া টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী সমস্ত নতুন লেনদেনের ওপরও ফিন্যান্স চার্জ ধার্য করা হবে।

(v) যদি পেমেন্ট ডিউ ডেট বা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ পরিশোধ করা না হয়, তবে লেট পেমেন্ট চার্জ বা বিলম্বিত পেমেন্ট চার্জ প্রযোজ্য হবে। স্টেটমেন্টে মিনিমাম অ্যামাউন্ট ডিউ হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ উল্লেখ করা থাকে, সেটিই হলো ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ। লেট পেমেন্ট চার্জ এড়াতে পেমেন্ট ডিউ ডেট বা তার আগে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কার্ড অ্যাকাউন্টে প্রয়োজনীয় অর্থ জমা হয়ে যাওয়া আবশ্যক। লেট পেমেন্ট চার্জগুলো নিম্নরূপভাবে প্রযোজ্য হবে-

দেরিতে পেমেন্ট এর ফি (প্রতিবার, ন্যুনতম বকেয়া অঙ্কের ভিত্তিতে)	<= ₹৫০০ – নেই > ₹৫০০ থেকে <= ₹৫০০০ - ₹৪০০ > ₹৫০০০ থেকে <= ₹১০০০০ - ₹৫০০ > ₹১০০০০ থেকে <= ₹২০০০০ - ₹৭৫০ > ₹২০০০০ - ₹৯৫০

(i) ক্রেডিট লিমিট বা খরচের সীমা অতিক্রম করলে মোট বকেয়া অর্থের ওপর ২.৫% হারে অথবা ন্যূনতম ৫০০ টাকা বা যেটি বেশি ওভার লিমিট চার্জ হিসেবে প্রযোজ্য হবে।

বিভিন্ন চার্জ গণনার পদ্ধতিতিটি নিচের উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো -

উদাহরণ ১: রিটেইল কেনাকাটার ওপর সুদ/পরিষেবা চার্জ (বকেয়া অর্থের আংশিক পরিশোধ)

ধরে নিন যে আপনি পূর্ববর্তী সমস্ত বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন এবং আপনার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ডে কোনো বকেয়া অর্থ অবশিষ্ট নেই। আপনার স্টেটমেন্টের তারিখ প্রতি মাসের ২০ তারিখ। আপনার কার্ড অ্যাকাউন্টে সম্পন্ন হওয়া লেনদেনের তালিকাটি নিচে দেওয়া হলো।

তারিখ	তারিখ	পরিমাণ
১০ই এপ্রিল	গৃহস্থালির সামগ্রী ক্রয়	₹১৫,০০০/-
১৫ই এপ্রিল	পোশাক ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়	₹৫,০০০/-
২০ই এপ্রিল	স্টেটমেন্টের তারিখ	মোট বকেয়া অর্থ = ₹২০,০০০/- ন্যুনতম বকেয়া অর্থ = ₹১,০০০/-
০৮ই মে	জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	মোট বকেয়া অর্থ = ₹২০,০০০/- ন্যুনতম বকেয়া অর্থ = ₹১,০০০/-
১২ই মে	কার্ড অ্যাকাউন্টে টাকা জমা (এখানে লেট পেমেন্ট চার্জ প্রযোজ্য হবে)	₹২,০০০ (ক্রেডিট)
১৪ই মে	মুদিখানা সামগ্রী ক্রয়	₹১,০০০/-
১৫ই মে	কার্ড অ্যাকাউন্টে টাকা জমা	₹১৫,০০০ (ক্রেডিট)

সুতরাং, ২০শে মে তারিখের স্টেটমেন্টে আপনার মোট প্রদেয় অর্থের উপাদানগুলো নিম্নরূপভাবে প্রতিফলিত হবে:

গণনা করা সুদ = (বকেয়া পরিমাণ x ২.৯০% প্রতি মাসে} x ১২ মাস xদিনের সংখ্যা / ৩৬৫

অতএব,

a) ১০ই এপ্রিল থেকে ১১ই মে পর্যন্ত (৩২ দিনের জন্য) ₹১৫,০০০-এর ওপর @২.৯০% মাসিক হারে সুদ = ₹৪৫৭.৬৪

১২ই মে থেকে ১৪ই মে পর্যন্ত (৩ দিনের জন্য) ₹১৩,০০০-এর ওপর @২.৯০% মাসিক হারে সুদ = ₹৩৭.১৮

১৫ই এপ্রিল থেকে ১৪ই মে পর্যন্ত (৩০ দিনের জন্য) ₹৫,০০০-এর ওপর @২.৯০% মাসিক হারে সুদ = ₹১৪৩.০১

১৫ই মে থেকে ২০শে মে পর্যন্ত (৫ দিনের জন্য) ₹৩,০০০-এর ওপর @২.৯০% মাসিক হারে সুদ = ₹১৪.৩০

১৪ই মে থেকে ২০শে মে পর্যন্ত (৬ দিনের জন্য) ₹১,০০০-এর (নতুন খরচ) ওপর @২.৯০% মাসিক হারে সুদ = ₹৫.৭২

b) সুতরাং মোট সুদের পরিমাণ = ₹৬৫৭.৮৫

c) লেট পেমেন্ট চার্জ (বিলম্বিত পেমেন্ট ফি) = ₹৭৫০

d) সুদ এবং অন্যান্য চার্জের ওপর ১৮% হারে জিএসটি (GST) = ₹২৫৩.৪১

e) মোট বকেয়া মূল পরিমাণ = ₹৪,০০০ (₹১,০০০ নতুন খরচ + গত মাসের বিলিং পিরিয়ড থেকে বকেয়া ₹৩,০০০)।

f) অতএব, মোট প্রদেয় অর্থ = (a) + (b) + (c) + (d) = ₹৫,৬৬১.২৬

উদাহরণ ২: রিটেইল কেনাকাটার ওপর সুদ/পরিষেবা চার্জ (নির্ধারিত তারিখের পরে বকেয়া অর্থের সম্পূর্ণ পরিশোধ)

ধরে নিন যে আপনি পূর্ববর্তী সমস্ত বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন এবং আপনার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ডে কোনো বকেয়া অর্থ অবশিষ্ট নেই। আপনার স্টেটমেন্টের তারিখ প্রতি মাসের ২০ তারিখ। আপনার কার্ড অ্যাকাউন্টে সম্পন্ন হওয়া লেনদেনের তালিকাটি নিচে দেওয়া হলো:

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
১০ই এপ্রিল	গৃহস্থালির সামগ্রী ক্রয়	₹১৫০০০/-
১৫ই এপ্রিল	পোশাক ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়	₹৫০০০/-
২০শে এপ্রিল	স্টেটমেন্টের তারিখ	মোট বকেয়া অর্থ = ₹২০,০০০/- ন্যুনতম বকেয়া অর্থ = ₹১,০০০/-
০৮ই মে	জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	মোট বকেয়া অর্থ = ₹২০,০০০/- ন্যুনতম বকেয়া অর্থ = ₹১,০০০/-
১৪ই মে	মুদি সামগ্রী ক্রয়	₹১,০০০/-
১৫ই মে	কার্ড অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট	₹২০,০০০ (ক্রেডিট)

সুতরাং, ২০শে মে তারিখের স্টেটমেন্টে আপনার মোট প্রদেয় অর্থের উপাদানগুলো নিম্নরূপভাবে প্রতিফলিত হবে:

গণনা করা সুদ = (বকেয়া পরিমাণ x ২.৯০\% প্রতি মাসে x ১২ মাস x দিনের সংখ্যা) / ৩৬৫

অতএব,

(a) ১০ই এপ্রিল থেকে ১৪ই মে পর্যন্ত (৩৫ দিনের জন্য) ₹১৫,০০০-এর ওপর @২.৯০% মাসিক হারে সুদ = ₹৫০০.৫৫

১৫ই এপ্রিল থেকে ১৪ই মে পর্যন্ত (৩০ দিনের জন্য) ₹৫,০০০-এর ওপর @২.৯০% মাসিক হারে সুদ = ₹১৪৩.০১

১৪ই মে থেকে ২০শে মে পর্যন্ত (৬ দিনের জন্য) ₹১,০০০-এর ওপর @২.৯০% মাসিক হারে সুদ = ₹৫.৭২

সুতরাং মোট সুদের পরিমাণ = ₹৬৪৯.২৮

(b) লেট পেমেন্ট চার্জ (বিলম্বিত পেমেন্ট ফি) = ₹৭৫০

(c) সুদ এবং অন্যান্য চার্জের ওপর ১৮% হারে জিএসটি (GST) = ₹২৫১.৮৭

(d) মোট বকেয়া মূল পরিমাণ = ₹১,০০০ (₹১,০০০ নতুন খরচ)।

(e) অতএব, মোট প্রদেয় অর্থ = (a) + (b) + (c) + (d) = ₹২,৬৫১.১৫

উদাহরণ ৩ - নগদ অর্থ উত্তোলন লেনদেনের ওপর সুদ/পরিষেবা চার্জ:

ধরে নিন যে আপনি পূর্ববর্তী সমস্ত বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন এবং আপনার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ডে কোনো বকেয়া অর্থ অবশিষ্ট নেই। আপনার স্টেটমেন্টের তারিখ প্রতি মাসের ২০ তারিখ। আপনার কার্ড অ্যাকাউন্টে সম্পন্ন হওয়া লেনদেনের তালিকা এবং সুদের হিসাব নিচে দেওয়া হলো:

গণনা করা সুদ = (নগদ উত্তোলনের পরিমাণ x ২.৯০% * প্রতি মাসে x ১২ মাস x দিনের সংখ্যা) / ৩৬৫

<u>চক্র 1</u>: ২১শে মার্চ থেকে ২০শে এপ্রিল

তারিখ	**লেনদেনের ধরণ**	**পরিমাণ**	**বিবরণ**
১০ই এপ্রিল	গৃহস্থালির সামগ্রী ক্রয়	₹১৫০০০/-	ক্রেডিট কার্ডে করা কেনাকাটা
১৫ই এপ্রিল	পোশাক ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়	₹৫০০০/-	ক্রেডিট কার্ডে করা কেনাকাটা

১৮ই এপ্রিল	নগদ অর্থ উত্তোলন	₹১০০০০/-	এটিএম থেকে নগদ টাকা উত্তোলন
১৮ই এপ্রিল	ক্যাশ অ্যাডভান্স ফি	₹৫০০/-	₹১০,০০০ * ২.৫% = ₹২৫০, যা ₹৫০০-এর চেয়ে কম (তাই ন্যূনতম ফি প্রযোজ্য)
১৮ই এপ্রিল	GST র উপর ক্যাশ অ্যাডভান্স ফি	₹৯০/-	₹৫০০*১৮% = ₹৯০
২০শে এপ্রিল	সুদ	₹১৯.০৭	১৮ই এপ্রিল থেকে ২০শে এপ্রিল (২ দিন) পর্যন্ত ₹১০,০০০ নগদ উত্তোলনের ওপর ২.৯০% মাসিক হারে সুদ = ₹১৯.০৭
২০শে এপ্রিল	সুদের উপর GST	₹৩.৪৩	₹১৯.০৭*১৮% = ₹৩.৪৩
২০শে এপ্রিল	স্টেটমেন্টের তারিখ	₹৩০,৬১২.৫০	মোট প্রদেয় অর্থ

সুতরাং, ২০শে এপ্রিল তারিখের স্টেটমেন্টে আপনার মোট প্রদেয় অর্থের উপাদানগুলো নিম্নরূপভাবে প্রতিফলিত হবে:
২০শে এপ্রিল তারিখের মোট প্রদেয় অর্থ: ₹৩০,৬১২.৫০ এবং ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ: ₹২,১১২.৫০

চক্র ২: ২১শে এপ্রিল থেকে ২০শে মে

যদি ধরে নেওয়া হয় যে আপনি ৫ই মে তারিখে মোট বকেয়া অর্থ বা TAD সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন, তবে ২০শে মে তারিখে তৈরি হওয়া স্টেটমেন্টে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দেখা যাবে:

তারিখ	**লেনদেনের ধরণ**	**পরিমাণ**	**বিবরণ**
প্রারম্ভিক ব্যালেন্স		₹৩০,৬১২.৫০	পূর্ববর্তী স্টেটমেন্টের বকেয়া বিল
০৫ই মে	পেমেন্ট	₹৩০,৬১২.৫০	আগের বিলের বিপরীতে দেওয়া মোট টাকা
১৪ই মে	গৃহস্থালির সামগ্রী ক্রয়	₹১,০০০/-	ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে করা কেনাকাটা
২০ই মে	সুদ	₹১৩৩.৪৮	২১শে এপ্রিল থেকে ৫ই মে পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৪ দিনের জন্য) প্রতি মাসে ২.৯০% হারে ₹১০,০০০ নগদ তোলার ওপর সুদ = ₹১৩৩.৪৮ টাকা
২০ই মে	সুদের উপর GST	₹২৪.০৩	₹১৩৩.৪৮*১৮%= ₹২৪.০৩
২০ই মে	স্টেটমেন্টের তারিখ	₹১১৫৭.৫১/-	মোট বকেয়া অর্থ

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ফিন্যান্স চার্জ এবং অন্যান্য চার্জসমূহ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক তার নিজস্ব বিবেচনায় পরিবর্তন করার অধিকার রাখে। এ ছাড়াও, যদি কার্ড সদস্য তাঁর অ্যাকাউন্টের জন্য নির্ধারিত ক্রেডিট লিমিট বা খরচের সীমা অতিক্রম করেন, তবে সেই অ্যাকাউন্টে ওভার লিমিট চার্জ ধার্য করা হবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেসব চার্জ প্রযোজ্য হতে পারে, তার বিস্তারিত তালিকার জন্য এই নথির শেষে দেওয়া শিডিউল অফ ফিস অ্যান্ড চার্জেস দেখুন।

***সুদের হার কার্ডের ধরণ বা ভেরিয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।**

3. **<u>সীমা</u>**

(i) **ক্রেডিট লিমিট–** আইডিবিআই ব্যাঙ্ক তার নিজস্ব বিবেচনায় কার্ড সদস্যের ক্রেডিট লিমিট এবং নগদ অর্থ উত্তোলনের সীমা নির্ধারণ করবে। (অ্যাড-অন কার্ড সদস্যরাও একই লিমিট বা সীমা ব্যবহার করবেন)। এই সীমা সম্পর্কে কার্ড সদস্যকে ওয়েলকাম লেটার এবং মাসিক স্টেটমেন্টের মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

(ii) **উপলব্ধ ক্রেডিট লিমিট-** স্টেটমেন্ট তৈরির সময় কত টাকা খরচ করার মতো অবশিষ্ট আছে তা মাসিক স্টেটমেন্টের অংশ হিসেবে জানানো হয়। আইডিবিআই ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট সময় অন্তর কার্ড সদস্যের অ্যাকাউন্ট পর্যালোচনা করবে এবং নিজস্ব অভ্যন্তরীণ মানদণ্ডের ভিত্তিতে ক্রেডিট লিমিট কমিয়ে দেওয়ার অধিকার রাখে। কার্ড সদস্যরা যদি তাঁদের ক্রেডিট লিমিট বাড়াতে চান, তবে ব্যাঙ্কের কাছে লিখিত আবেদন করতে পারেন এবং আয় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আর্থিক নথি জমা দিতে পারেন। ব্যাঙ্ক তার নিজস্ব বিবেচনানুসারে এবং জমা দেওয়া নতুন নথিপত্রের ভিত্তিতে কার্ড সদস্যের ক্রেডিট লিমিট বৃদ্ধি করতে পারে।

(iii) **ক্যাশ উইথড্রয়াল লিমিট** - গ্রাহকের বেছে নেওয়া কার্ডের ভেরিয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে নগদ টাকা তোলার সীমা ভিন্ন হতে পারে। এই নগদ উত্তোলনের সীমা সাধারণত ২০% থেকে ৭০% পর্যন্ত হতে পারে।

<u>বিল এবং পেমেন্ট</u>

(a) কার্ডধারীর অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া অর্থ বা পেমেন্ট নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে সমন্বয় করা হবে:

১. সুদ ২. ট্যাক্স বা কর ৩. ফি ৪. নগদ উত্তোলন ৫. ইএমআই ৬. কেনাকাটা

(b) আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কার্ড সদস্যকে একটি মাসিক স্টেটমেন্ট পাঠাবে, যেখানে গত স্টেটমেন্টের পর থেকে কার্ড সদস্যের অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া পেমেন্ট এবং হওয়া লেনদেনগুলোর বিবরণ থাকবে। ব্যাঙ্ক প্রতি মাসে একটি পূর্বনির্ধারিত তারিখে কার্ড অ্যাকাউন্টের লেনদেনের স্টেটমেন্ট ব্যাঙ্কের নথিতে থাকা মেইলিং বা ই-মেল ঠিকানায় পাঠাবে এবং ব্যাঙ্কে নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরে এসএমএস-এর মাধ্যমে একটি মিনি স্টেটমেন্টও পাঠাবে। তবে, কোনো কারণে স্টেটমেন্ট হাতে না পাওয়া কার্ডধারীর দায়বদ্ধতা ও বাধ্যবাধকতাকে প্রভাবিত করবে না। যদি মোট বকেয়া ৫০ টাকার কম হয় এবং গত স্টেটমেন্টের পর বিল করার মতো আর কোনো নতুন লেনদেন না থাকে, তবে কোনো স্টেটমেন্ট ইস্যু করা হবে না। কার্ডধারীদের অন্তত একবার তাঁদের সুবিধামতো ক্রেডিট কার্ডের বিলিং সাইকেল পরিবর্তন করার সুযোগ দেওয়া হবে।

(c) আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কার্ড সদস্যকে রিভলভিং ক্রেডিট বা আবর্তনশীল ঋণের সুবিধা প্রদান করে। কার্ড সদস্য চাইলে স্টেটমেন্টে উল্লিখিত শুধুমাত্র ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ পরিশোধ করতে পারেন। অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী মাসের স্টেটমেন্টে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। কার্ড সদস্য চাইলে মোট প্রদেয় অর্থ অথবা ন্যূনতম প্রদেয় অর্থের বেশি যেকোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে পারেন। এই ধরনের পেমেন্ট অবশ্যই পেমেন্ট ডিউ ডেট বা জমা দেওয়ার শেষ তারিখের আগে করতে হবে। লেট পেমেন্ট চার্জ এড়াতে পেমেন্ট ডিউ ডেটের মধ্যে বা তার আগে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টে স্পষ্ট তহবিল জমা হওয়া প্রয়োজন। কার্ড সদস্যদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, পেমেন্ট ডিউ ডেটের যথেষ্ট আগে স্থানীয় চেক জমা দিতে হবে যাতে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্ড অ্যাকাউন্টে প্রতিফলিত হয়। পূর্ববর্তী স্টেটমেন্টের কোনো অপরিশোধিত ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ এবং ক্রেডিট লিমিটের অতিরিক্ত খরচ বর্তমান মাসের ন্যূনতম প্রদেয় অর্থের সাথে যুক্ত করা হবে।

<u>ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ (MAD) গণনার উদাহরণ:</u>

কার্ড সদস্যের সমস্ত খরচ অবিলম্বে পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতার কথা মাথায় রেখেও, কার্ড সদস্য চাইলে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে স্টেটমেন্টে উল্লিখিত শুধুমাত্র ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ (MAD) জমা দেওয়ার বিকল্পটি বেছে নিতে পারেন। ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ হবে মোট বকেয়া পরিমাণের ৫% অথবা আইডিবিআই ব্যাঙ্ক তার

নিজস্ব বিবেচনায় অন্য যে পরিমাণ নির্ধারণ করবে সেটি। যদি কোনো অর্থ কিস্তির (EMI) মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়, তবে সেই বিলিং পিরিয়ডের কিস্তির পরিমাণটি ন্যূনতম প্রদেয় অর্থের সাথে যুক্ত করা হবে। যদি মোট বকেয়া পরিমাণ আপনার ক্রেডিট লিমিট বা ক্যাশ লিমিটের বেশি হয়, তবে লিমিটের অতিরিক্ত সেই অংশটিও ন্যূনতম প্রদেয় অর্থের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ন্যূনতম প্রদেয় অর্থের মধ্যে পূর্ববর্তী স্টেটমেন্টের কোনো বকেয়া ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ (যদি থাকে) অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মোট প্রদেয় অর্থ পরিশোধ না করা হয়, তবে ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ জমা দিলেও বাকি অংশের ওপর সুদ ধার্য করা হবে। যদি কোনো গ্রাহক ক্রেডিট কার্ডের পেমেন্টের জন্য অটো ডেবিট সুবিধা গ্রহণ করেন এবং ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ বিকল্পটি বেছে নেন, তবে নির্ধারিত তারিখের আগে গ্রাহক নিজে থেকে কোনো টাকা জমা না দিলে ব্যাঙ্ক ওই দিন ন্যূনতম টাকাটি কেটে নেবে। যদি গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের আগে ন্যূনতম প্রদেয় অর্থের কম টাকা জমা দেন, তবে বাকি থাকা পার্থক্যটুকু ব্যাঙ্ক অটো ডেবিট করবে। আর যদি গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের আগে ন্যূনতম প্রদেয় অর্থের সমান বা তার বেশি টাকা জমা দিয়ে দেন, তবে গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে অতিরিক্ত কোনো টাকা কাটা হবে না।

যদি আপনি ৫,০০০ টাকা খরচ করেন এবং প্রতি মাসে ঠিক ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ (ন্যূনতম ১০০ টাকা পেমেন্ট সাপেক্ষে) পরিশোধ করেন, তবে পুরো টাকাটি মিটিয়ে দিতে আপনার প্রায় ৬ বছর ৬ মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। তাই আমরা পরামর্শ দিই যে, যখনই আপনার হাতে পর্যাপ্ত অর্থ থাকবে, তখন ন্যূনতম প্রদেয় অর্থের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি পরিমাণ টাকা পরিশোধ করার চেষ্টা করুন।যদি কোনো কার্ড সদস্য কার্ডের মোট বকেয়া টাকার তুলনায় অতিরিক্ত টাকা জমা দেন, তবে কার্ড অ্যাকাউন্টে একটি ক্রেডিট ব্যালেন্স তৈরি হবে। এই বাড়তি টাকাটি কার্ডের পরবর্তী লেনদেনের সাথে সমন্বয় করে নেওয়া হবে। তবে, এই অতিরিক্ত ক্রেডিট ব্যালেন্স বা বাড়তি জমানো টাকার ওপর কোনো সুদ দাবি করা যাবে না।

ধরে নিন যে আপনি পূর্ববর্তী সমস্ত বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন এবং আপনার ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টে কোনো বকেয়া অর্থ অবশিষ্ট নেই। আপনার মাসিক স্টেটমেন্ট প্রতি মাসের ২০ তারিখে তৈরি করা হয়।

লেনদেনের তারিখ	**ধরণ**	**Cr/Dr**	**MAD অবদান**	**পরিমাণ**
২৫শে সেপ্টেম্বর	কেনাকাটা	Dr	৫%	₹৫০০০
১লা অক্টোবর	বার্ষিক ফি	Dr	১০০%	₹১৪৯৯
১লা অক্টোবর	নগদ অর্থ উত্তোলন	Dr	৫%	₹২০০০
১লা অক্টোবর	নগদ উত্তোলন ফি	Dr	১০০%	₹৫০০
২০শে অক্টোবর	নগদ উত্তোলনের ওপর সুদ	Dr	১০০%	₹৩৮.১৪
২০শে অক্টোবর	GST	Dr	১০০%	₹৩৬৬.৬৮

ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ (MAD) নিচের পদ্ধতিতে গণনা করা হবে:

MAD = (রিটেইল খরচ + নগদ উত্তোলন)-এর ৫% + ১০০% ফি/চার্জ + ১০০% সুদ/ফিন্যান্স চার্জ + EMI পরিমাণ + GST

MAD = ৫% * (₹৫০০০ + ₹২০০০) + ১০০% * (₹১৪৯৯ + ₹৫০০) + ১০০% * (₹৩৮.১৪ + ₹৩৬৬.৬৮) = ₹২৭৫৩.৮২

আপনার ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ হবে ₹২৭৫৩.৮২।

ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ পরিশোধ না করার ফলাফল:

যদি কোনো গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অন্তত ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে প্রযোজ্য হার অনুযায়ী তাঁর ওপর লেট পেমেন্ট ফি এবং ফিন্যান্স/পরিষেবা চার্জ ধার্য করা হবে। এ ছাড়াও, নির্ধারিত তারিখ থেকে পেমেন্ট করতে কত দিন দেরি হয়েছে এবং কত টাকা বকেয়া আছে, সেই তথ্যসহ গ্রাহককে ক্রেডিট ইনফরমেশন কোম্পানিগুলোর কাছে ডিফল্টার বা খেলাপি হিসেবে রিপোর্ট করা হবে।

উদাহরণ ১: নির্ধারিত তারিখের পর ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ MAD পরিশোধ

যদি পেমেন্ট করার শেষ তারিখের মধ্যে ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ পরিশোধ করা না হয়, তবে বিভিন্ন চার্জ কীভাবে গণনা করা হবে তা নিচের উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হলো। ধরে নিন যে, আপনি আপনার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ডের আগের সমস্ত বকেয়া সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিয়েছেন এবং আপনার বর্তমানে কোনো বকেয়া নেই। আপনার স্টেটমেন্ট প্রতি মাসের ২০ তারিখে তৈরি হয়।

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
১০ই এপ্রিল	গৃহস্থালির সামগ্রী ক্রয়	₹১৫,০০০/-
১৫ই এপ্রিল	পোশাক ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়	₹৫০০০/-
২০শে এপ্রিল	স্টেটমেন্টের তারিখ	মোট বকেয়া অর্থ = ₹২০,০০০/- ন্যূনতম বকেয়া অর্থ = ₹১,০০০/-
০৮ই মে	পেমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	মোট বকেয়া অর্থ = ₹২০,০০০/- ন্যূনতম বকেয়া অর্থ = ₹১,০০০/-
১২ই মে	কার্ড অ্যাকাউন্টে জমা	₹২০০০/- (ক্রেডিট)
১৪ই মে	মুদিখানা সামগ্রী ক্রয়	₹১০০০/-
১৫ই মে	কার্ড অ্যাকাউন্টে জমা	₹১৫০০০/- (ক্রেডিট)
২০শে মে	স্টেটমেন্টের তারিখ	**মোট প্রদেয় অর্থঃ** ₹৫,৬৬১.২৬ **ন্যূনতম প্রদেয় অর্থঃ** ₹১,৮৬১.২৬

যেহেতু গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বা তার আগে ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ পরিশোধ করেননি, তাই গ্রাহককে সমস্ত ক্রেডিট ইনফরমেশন কোম্পানি বা CIC গুলির কাছে 'ডিফল্টার' বা খেলাপি হিসেবে রিপোর্ট করা হবে। এর পাশাপাশি, গ্রাহকের ওপর নিম্নলিখিত চার্জগুলো ধার্য করা হবে:

লেট পেমেন্ট ফি ₹৭৫০ + ₹১৩৫ (১৮% জিএসটি) = ₹৮৮৫

ফিন্যান্স/পরিষেবা চার্জ (সুদ):

১০ই এপ্রিল থেকে ১১ই মে পর্যন্ত (৩২ দিনের জন্য) ₹১৫,০০০-এর ওপর @২.৯০% মাসিক হারে সুদ = ₹৪৫৭.৬৪

১২ই মে থেকে ১৪ই মে পর্যন্ত (৩ দিনের জন্য) ₹১৩,০০০-এর ওপর @২.৯০% মাসিক হারে সুদ = ₹৩৭.১৮

১৫ই এপ্রিল থেকে ১৪ই মে পর্যন্ত (৩০ দিনের জন্য) ₹৫,০০০-এর ওপর @২.৯০% মাসিক হারে সুদ = ₹১৪৩.০১

১৫ই মে থেকে ২০শে মে পর্যন্ত (৫ দিনের জন্য) ₹৩,০০০-এর ওপর @২.৯০% মাসিক হারে সুদ = ₹১৪.৩০

১৪ই মে থেকে ২০শে মে পর্যন্ত (৬ দিনের জন্য) ₹১,০০০-এর (নতুন খরচ) ওপর @২.৯০% মাসিক হারে সুদ =

₹৫.৭২
অতঃপর মোট সুদের পরিমাণ = ₹৬৫৭.৮৫ + ₹১১৮.৪১= ₹৭৭৬.২৬
মোট প্রদেয় অর্থ: ₹৪,০০০ (₹২০,০০০ + ₹১,০০০ - ₹২,০০০ - ₹১৫,০০০) + ₹৮৮৫ + ₹৭৭৬.২৬ = ₹৫,৬৬১.২৬

২০শে মে তারিখের স্টেটমেন্টে ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ হবে খুচরা কেনাকাটা বা বকেয়া আসলের ৫% + ১০০% জিএসটি + ১০০% সুদ + ১০০% লেট পেমেন্ট চার্জ = ₹১৮৬১.২৬ (₹২০০ (₹৪০০০*৫%) + ₹৭৫০ + ₹৬৫৭.৮৫ + ₹২৫৩.৪১ = ₹১৮৬১.২৬)।

উদাহরণ ২: নির্ধারিত তারিখের মধ্যে/ তার আগে MAD পরিশোধ (কিন্তু TAD পরিশোধ না করা)

নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বা তার আগে যদি ন্যূনতম প্রদেয় অর্থের সমান বা তার বেশি টাকা জমা দেওয়া হয়, কিন্তু মোট বকেয়া মেটানো না হয়, তবে বিভিন্ন চার্জ কীভাবে গণনা করা হবে তা নিচের উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হলো। ধরে নিন যে আপনি আপনার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ডের আগের সমস্ত বকেয়া সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিয়েছেন এবং বর্তমানে কোনো বকেয়া অবশিষ্ট নেই। আপনার স্টেটমেন্ট প্রতি মাসের ২০ তারিখে তৈরি হয়। আপনার কার্ড অ্যাকাউন্টে করা লেনদেনের তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

তারিখ	**বিবরণ**	**পরিমাণ**
১০ই এপ্রিল	গৃহস্থালির সামগ্রী ক্রয়	₹১৫,০০০/-
১৫ই এপ্রিল	পোশাক ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়	₹৫০০০/-
২০শে এপ্রিল	স্টেটমেন্টের তারিখ	মোট বকেয়া অর্থ = ₹২০,০০০/- ন্যূনতম বকেয়া অর্থ = ₹১,০০০/-
০১লা মে	কার্ড অ্যাকাউন্টে জমা	₹ ৪০০০/-
০৮ই মে	পেমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	মোট বকেয়া অর্থ = ₹১৬,০০০/- ন্যূনতম বকেয়া অর্থ = ₹০/-
১৪ই মে	মুদিখানা সামগ্রী ক্রয়	₹১০০০/-
২০ই মে	স্টেটমেন্টের তারিখ	মোট প্রদেয় অর্থঃ ₹১৭.৭৯৩.১৬ • ন্যূনতম প্রদেয় অর্থঃ ₹১,৬৪৩.১৬

যেহেতু গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বা তার আগে ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ পরিশোধ করেছেন, তাই গ্রাহককে ক্রেডিট ইনফরমেশন কোম্পানি বা CIC গুলির কাছে 'ডিফল্টার' বা খেলাপি হিসেবে রিপোর্ট করা হবে না। তবে গ্রাহকের ওপর নিম্নলিখিত চার্জগুলো ধার্য করা হবে:

লেট পেমেন্ট ফি – শূন্য

ফিন্যান্স/সার্ভিস চার্জ –

১০ই এপ্রিল থেকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত (অর্থাৎ ২১ দিনের জন্য) ₹১৫,০০০-এর ওপর

@২.৯০% মাসিক হারে সুদ = ₹৩০০.৩৩

০২রা মে থেকে ২০শে মে পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৯ দিনের জন্য) ₹১১,০০০-এর ওপর @২.৯০%

মাসিক হারে সুদ = ₹১৯৯.২৬

১৫ই এপ্রিল থেকে ২০শে মে পর্যন্ত (অর্থাৎ ৩৫ দিনের জন্য) ₹৫,০০০-এর ওপর @২.৯০%

মাসিক হারে সুদ = ₹১৬৬.৮৫

১৪ই মে থেকে ২০শে মে পর্যন্ত (অর্থাৎ ৬ দিনের জন্য) ₹১,০০০-এর (নতুন খরচ) ওপর

@২.৯০% মাসিক হারে সুদ = ₹৫.৭২ এইভাবে মোট সুদের পরিমাণ হলো ₹৬৭২.১৬ +

₹১২১.০০ (১৮% জিএসটি) = ₹৭৯৩.১৬।

মোট প্রদেয় অর্থ = ₹১৭,০০০ (₹২০,০০০ + ₹১,০০০ - ₹৪,০০০) + ₹৬৭২.১৬ + ₹১২১ = ₹১৭,৭৯৩.১৬

২০শে মে তারিখের স্টেটমেন্টে ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ (MAD) হবে খুচরা কেনাকাটা বা বকেয়া আসলের ৫% + ১০০% জিএসটি + ১০০% সুদ = ₹১৬৪৩.১৬ (₹৮৫০ (₹১৭,০০০*৫%) + ₹৬৭২.১৬ + ₹১২১ = ₹১৬৪৩.১৬)।

উদাহরণ ৩: নির্ধারিত তারিখের মধ্যে/তার আগে MAD পরিশোধ (TAD সম্পূর্ণ পরিশোধিত)

পেমেন্ট করার শেষ তারিখের মধ্যে যদি মোট প্রদেয় অর্থ সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয়, তবে চার্জ গণনার পদ্ধতিটি নিচের উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হলো। ধরে নিন যে আপনি আপনার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ডের আগের সমস্ত বকেয়া সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিয়েছেন এবং বর্তমানে কোনো বকেয়া অবশিষ্ট নেই। আপনার মাসিক স্টেটমেন্ট প্রতি মাসের ২০ তারিখে তৈরি হয়। আপনার কার্ড অ্যাকাউন্টে করা লেনদেনের তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
১০ই এপ্রিল	গৃহস্থালির সামগ্রী ক্রয়	₹১৫,০০০/-
১৫ই এপ্রিল	পোশাক ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়	₹৫০০০/-
২০শে এপ্রিল	স্টেটমেন্ট তৈরির তারিখ	মোট বকেয়া অর্থ = ₹২০,০০০/- ন্যুনতম বকেয়া অর্থ = ₹১,০০০/-
১লা মে	কার্ড অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট জমা	₹২০,০০০/-
৮ই মে	পেমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	মোট বকেয়া অর্থ = ₹০/- ন্যুনতম বকেয়া অর্থ = ₹০/-
১৪ই মে	মুদিখানা সামগ্রী ক্রয়	₹১০০০/-
২০শে মে	স্টেটমেন্ট তৈরির তারিখ	মোট বকেয়া অর্থ = ₹১০০০/- ন্যুনতম বকেয়া অর্থ = ₹৫০/-

২০শে মে (অর্থাৎ পরবর্তী স্টেটমেন্টের তারিখ) পর্যন্ত কার্ডে আর কোনো পেমেন্ট করা হয়নি। কার্ডে মাসিক ২.৯০% সুদের হার ধরে, সুদ এবং অন্যান্য চার্জ নিচের মতো ধার্য করা হবে:

i) সুদের চার্জ - শূন্য ii) জিএসটি চার্জ - শূন্য iii) মোট বকেয়া আসলের পরিমাণ = ₹১,০০০

সুতরাং, ২০শে মে তারিখের স্টেটমেন্টে মোট প্রদেয় অর্থ হবে (i) + (ii) + (iii) = ₹১,০০০।

a) যদি পেমেন্ট ডিউ ডেট বা নির্ধারিত তারিখের আগে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টে টাকা জমা না হয়, তবে ব্যাঙ্ক তার নিজস্ব বিবেচনায় কার্ডটির পরবর্তী ব্যবহার বন্ধ বা ব্লক করে দিতে পারে।

b) কার্ডের বকেয়া মেটানোর জন্য যে পেমেন্ট করা হয়, তা পরবর্তী স্টেটমেন্টে স্বীকার বা নথিভুক্ত করা হয়।

c) কার্ড সদস্যের দেওয়া পেমেন্টের কোনো নির্দেশ যদি পরবর্তীকালে প্রত্যাখ্যান বা অমর্যাদাকৃত হয়, তবে কার্ডের সুযোগ-সুবিধা স্থগিত বা বাতিল করা হতে পারে এবং ব্যাঙ্কের নিজস্ব বিবেচনায় শিডিউল অফ ফিস অ্যান্ড চার্জেস-এ উল্লিখিত ফি কার্ড অ্যাকাউন্টে ধার্য করা হবে। এই ফি-র পরিমাণ ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে। এ ছাড়া ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকারও সংরক্ষিত রয়েছে।

d) কার্ড ব্যবহারকারী সদস্যের অনুরোধের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক ডুপ্লিকেট মাসিক অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট প্রদান করবে, তবে তা অনুরোধ করার তারিখ থেকে পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ বারো মাস পর্যন্ত সময়ের জন্যই পাওয়া যাবে। এর জন্য শিডিউল অফ ফিস অ্যান্ড চার্জেস-এ উল্লিখিত পরিষেবা চার্জ প্রযোজ্য হবে, যা ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে।

e) আপনার যোগাযোগের ঠিকানা, ই-মেল আইডি বা মোবাইল নম্বরের কোনো পরিবর্তন হলে, নিয়মিত এবং সঠিক সময়ে স্টেটমেন্ট পাওয়া নিশ্চিত করতে অবিলম্বে ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগ করে তা আপডেট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

f) কার্ড অ্যাকাউন্টের বকেয়া অর্থ নিচের যেকোনো পদ্ধতিতে পরিশোধ করা যেতে পারে:

1. **অটো-ডেবিট সুবিধা** - আপনার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক সেভিংস বা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতি মাসে সরাসরি মোট প্রদেয় অর্থ / ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ কেটে নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ককে অনুমতি দিতে পারেন এবং সেই অর্থ আপনার কার্ড অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে।
2. **নেট ব্যাঙ্কিং** - আইডিবিআই ব্যাঙ্ক নেট ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে আপনার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক সেভিংস বা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি ডেবিট করে ক্রেডিট কার্ডের বকেয়া মেটাতে পারেন।
3. **NEFT** - আপনার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ডের বিল অনলাইনে জমা দিতে এনইএফটি

সুবিধা আছে এমন অন্য যেকোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারেন। এক্ষেত্রে IFSC কোড হিসেবে “IBKL0NEFT01” ব্যবহার করুন এবং ব্যাঙ্কের নাম হিসেবে “IDBI Bank Ltd.” এবং বেনিফিশিয়ারি অ্যাকাউন্ট নম্বর হিসেবে ক্রেডিট কার্ড নম্বরটি যোগ করুন।

4. **চেক / ড্রাফট** - আইডিবিআই ব্যাঙ্কের শাখা এবং এটিএম-এ রাখা ড্রপ বক্সের যেকোনো একটিতে আপনার চেক বা ড্রাফট জমা দিতে পারেন। চেক বা ড্রাফটটি “IDBI Bank Card Number xxxx-xxxx-xxxx-xxxx of <কার্ডে খোদাই করা নাম অনুযায়ী>” - এই নামে প্রদেয় হতে হবে।

5. **নগদ অর্থ** - আইডিবিআই ব্যাঙ্কের যেকোনো শাখায় সরাসরি গিয়ে পে-ইন স্লিপে কার্ড নম্বর, টাকার পরিমাণ এবং যোগাযোগের নম্বর উল্লেখ করে ক্রেডিট কার্ডের বকেয়া পরিশোধ করতে পারেন।
6. **IPay** - অন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি আপনার কার্ড অ্যাকাউন্টে অনলাইনে অর্থ প্রদান করতে পারেন।
7. **ভিসা মানি ট্রান্সফার** - ভিসা ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে, ভিসা মানি ট্রান্সফার ব্যবহার করে অন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে অনলাইনে পেমেন্ট করা যায়। এক্ষেত্রে পেমেন্ট শুরু করা ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট ফি ধার্য করা হতে পারে।

দ্রষ্টব্য: পেমেন্ট ক্রেডিট যেন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বা তার আগে প্রতিফলিত হয়, তা নিশ্চিত করতে কার্ডধারীদের পেমেন্ট ডিউ ডেটের বেশ কয়েক দিন আগেই টাকা জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কার্ডধারীদের উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমেই ক্রেডিট কার্ডের বকেয়া মেটানোর অনুরোধ করা হচ্ছে। আইডিবিআই ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত নয় এমন কোনো থার্ড-পার্টি অ্যাপ বা অন্য কোনো মাধ্যমের সাহায্যে পেমেন্ট করা হলে তা ক্লিয়ার হতে বা অ্যাকাউন্টে জমা পড়তে বেশি সময় লাগতে পারে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে টাকা জমা না পড়লে কার্ডের ধরন অনুযায়ী প্রযোজ্য চার্জ ধার্য করা হবে। অনুমোদনহীন বা অসংলগ্ন মাধ্যমের সাহায্যে পেমেন্ট করার ফলে যদি তা কার্ডে প্রতিফলিত হতে দেরি হয় বা না হয়, তবে সেই সংক্রান্ত যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য গ্রাহককে সরাসরি সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের সাথেই যোগাযোগ করতে হবে।

(d) **বিলিং সংক্রান্ত বিরোধ:** স্টেটমেন্টের সমস্ত তথ্য সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হবে যদি কার্ড সদস্য স্টেটমেন্টের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে কোনো অসঙ্গতির বিষয়ে আইডিবিআই ব্যাঙ্ককে লিখিতভাবে না জানান:

- **ডাকযোগে:** ম্যানেজার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, সিপিইউ - ক্রেডিট কার্ডস ডিভিশন, আইডিবিআই বিল্ডিং, ৩য় তলা, প্লট নম্বর: ৩৯/৪০/৪১, সেক্টর-১১, সিবিডি-বেলাপুর, নভি মুম্বাই, পিন-৪০০৬১৪।
- **ই-মেলের মাধ্যমে:** customercare@idbi.co.in

এই ধরনের তথ্য পাওয়ার পর, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক তদন্ত চলাকালীন সাময়িকভাবে সেই চার্জটি বাতিল করতে পারে। পরবর্তী তদন্ত শেষে যদি দেখা যায় যে ওই চার্জের দায়ভার কার্ড সদস্যেরই, তবে সেই চার্জটি আবার পরবর্তী কোনো স্টেটমেন্টে যুক্ত করা হবে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য পুনরুদ্ধারের অনুরোধের খরচও ধার্য করা হতে পারে।

(e) **যোগাযোগের বিবরণ** : যেকোনো ধরনের জিজ্ঞাসা বা অভিযোগ প্রতিকারের জন্য কার্ড সদস্য নিচের মাধ্যমগুলোর সাহায্যে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ড বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন:

- **২৪ ঘণ্টার ক্রেডিট কার্ড কাস্টমার কেয়ার:**

  ১৮০০-২০৯-৪৩২৪ / ১৮০০-২২-১০৭০ (টোল-ফ্রি) / ০২২ ৬৭৭১৯১০০ (টোল-ফ্রি নয়)

- **ডাকযোগে:** ম্যানেজার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, সিপিইউ - ক্রেডিট কার্ডস ডিভিশন, আইডিবিআই বিল্ডিং, ৩য় তলা, প্লট নম্বর: ৩৯/৪০/৪১, সেক্টর-১১, সিবিডি-বেলাপুর, নভি মুম্বাই, পিন-৪০০৬১৪।
- **ই-মেলের মাধ্যমে:** customercare@idbi.co.in

4. **খেলাপির পরিস্থিতি**

- · যদি কার্ড সদস্য বিলিং স্টেটমেন্টে নির্দেশিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে সেটিকে ওভারডিউ বা বকেয়া হিসেবে গণ্য করা হবে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, কার্ড সদস্য যদি পরবর্তী বিলিং তারিখের মধ্যেও সেই টাকা পরিশোধ না করেন, তবে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (CICs) বা আইন দ্বারা অনুমোদিত অন্যান্য সংস্থায় ওই খেলাপির রিপোর্ট পাঠাতে পারে। দুটি বিলিং তারিখের মধ্যবর্তী সময়কালকে একজন কার্ড সদস্যকে 'খেলাপি' বা ডিফল্টার হিসেবে রিপোর্ট করার নোটিশ পিরিয়ড বা সতর্কতার সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- কার্ডধারী চুক্তির বা অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলীর অন্য কোনো ধারায় ভিন্ন বা অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু উল্লেখ থাকলেও বিশেষভাবে এটি শর্তযুক্ত করা হচ্ছে যে, যদি কার্ডধারী টানা ৯০ দিন পর্যন্ত ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ পরিশোধ না করেন, তবে এই চুক্তির অধীনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ক্রেডিট কার্ড পরিষেবাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বা অবসান হয়ে যাবে। তবে, ওই ৯০ দিনের মাথায় থাকা সমস্ত বকেয়া অর্থের জন্য কার্ডধারী দায়বদ্ধ থাকবেন। এর পাশাপাশি পেমেন্টের নির্ধারিত তারিখ থেকে ৯০ দিন পার হওয়ার পরবর্তী সময়ের জন্য আইডিবিআই ব্যাঙ্ক যদি তার নিজস্ব বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নীতি ও কার্যপ্রণালী অনুসরণ করে কোনো ফিন্যান্স চার্জ বা বিলম্বিত পেমেন্টের সুদ ধার্য করে, তবে কার্ডধারী সেই অর্থ পরিশোধ করতেও বাধ্য থাকবেন।
- কার্ডের বকেয়া অর্থ নির্ধারিত তারিখে বা কার্ডধারী চুক্তির সম্মত শর্তাবলী অনুযায়ী পরিশোধ করা বাঞ্ছনীয়। খেলাপি বা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টের যেকোনো বকেয়া মেটানোর জন্য কার্ডধারীকে ডাকযোগ, ফ্যাক্স, টেলিফোন, ই-মেল, এসএমএস (SMS) এবং/অথবা বকেয়া অর্থ মনে করিয়ে দেওয়া, ফলো-আপ করা ও তা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত থার্ড-পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সময়ে সময়ে রিমাইন্ডার পাঠানো হবে। এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত যেকোনো থার্ড-পার্টিকে ঋণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন (IBA)-এর আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদি ব্যাঙ্ক কোনোভাবে কার্ড সদস্যের সাথে যোগাযোগ করতে না পারে, তবে তাঁর বাসস্থান/অফিস/ফোনে উপস্থিত কোনো তৃতীয় পক্ষের (যেমন স্বামী বা স্ত্রী / পিতা-মাতা / পরিবারের অন্য কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য / সেক্রেটারি / অ্যাকাউন্ট্যান্ট) কাছে বার্তা বা মেসেজ রেখে যাওয়া হতে পারে।

কার্ডধারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধার

- সমস্ত বকেয়া অর্থ (যার মধ্যে এখনও বিল তৈরি হয়নি এমন লেনদেন বা আনবিলড ট্র্যানজ্যাকশান-ও অন্তর্ভুক্ত) অবিলম্বে প্রদেয় হবে এবং তা আইডিবিআই ব্যাঙ্ককে মেটাতে হবে।
- কার্ডধারীর সম্পত্তি বা উত্তরাধিকার (estate) থেকে মোট বকেয়া অর্থ আদায় করার আইনি অধিকার আইডিবিআই ব্যাঙ্কের থাকবে।
- ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) নির্দেশিকা অনুযায়ী, আমরা মাসিক ভিত্তিতে আমাদের ক্রেডিট কার্ডধারীদের ক্রেডিট সংক্রান্ত তথ্য ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের (CIBIL) কাছে প্রদান করি। এই প্রদত্ত তথ্যটি আগের মাসের শেষ দিনের পরিস্থিতি প্রতিফলিত করে এবং ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টটি নিয়মিত নাকি খেলাপি সেই সংক্রান্ত তথ্য এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। যে সমস্ত ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট ওভারডিউ বা বকেয়া নেই, সেগুলিতে পেমেন্টের নির্ধারিত তারিখের পর ৩ দিনের অতিরিক্ত সময় বা গ্রেস পিরিয়ড দেওয়া হয়। ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্টে উল্লিখিত পেমেন্ট ডিউ ডেট হলো সেই দিন, যার মধ্যে ক্রেডিট কার্ডে সম্পূর্ণ ফান্ড জমা হতে হবে, তবে পেমেন্ট প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াকরণের সময়ের সুবিধার্থে এই ৩ দিনের গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হয়।যদি কোনো ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্ট ৩ দিনের বেশি সময় ধরে 'বকেয়া' বা 'পাস্ট ডিউ' থাকে, তবে ব্যাঙ্ক সেই অ্যাকাউন্টটিকে ক্রেডিট ইনফরমেশন কোম্পানিগুলোর (CICs) কাছে 'পাস্ট ডিউ' হিসেবে রিপোর্ট করবে এবং লেট পেমেন্ট চার্জ ধার্য করবে। তবে 'পাস্ট ডিউ'-এর দিনের সংখ্যা এবং লেট পেমেন্ট চার্জ ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্টে উল্লিখিত পেমেন্ট ডিউ ডেট বা নির্ধারিত তারিখ থেকেই গণনা করা হবে। রিপোর্টিংয়ের তারিখে কোনো ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্ট খেলাপি থাকলে এবং পরবর্তীতে অ্যাকাউন্টটি নিয়মিত বা

রেগুলারাইজ করা হলে, অ্যাকাউন্টের স্ট্যাটাস বা বর্তমান অবস্থা শুধুমাত্র পরবর্তী মাসিক রিপোর্টিংয়ের সময়েই আপডেট করা হবে।CIBIL-এর নিয়ম অনুযায়ী, গ্রাহকের স্ট্যাটাসের সমস্ত পরিবর্তন সর্বাধিক ৩০ দিনের মধ্যে আপডেট করা হয়। CIBIL-এ কোনো নেতিবাচক বা বিরূপ ক্রেডিট ইতিহাস এড়াতে, ক্রেডিট কার্ডধারীদের অবশ্যই নিশ্চিত করা উচিত যে তাঁরা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বা তার আগেই কার্ড অ্যাকাউন্টের বকেয়া অর্থ সময়মতো পরিশোধ করছেন।

- **SMA এবং NPA**

(A) স্পেশ্যাল মেনশন অ্যাকাউন্টস ('SMA') :

রেগুলেটরি বা নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা পূরণের অংশ হিসেবে, অ্যাকাউন্টের প্রাথমিক ঝুঁকি বা চাপ চিহ্নিত করার জন্য আইডিবিআই-কে একটি সাব-অ্যাসেট ক্যাটাগরি তৈরি করতে হয়, যার নাম হলো 'স্পেশাল মেনশন অ্যাকাউন্টস' ('SMA')। এর অধীনে তিনটি সাব-ক্যাটাগরি রয়েছে SMA ০, SMA ১ এবং SMA ২।

(B) নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (NPA):

একটি ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টকে তখনই 'নন-পারফর্মিং অ্যাসেট' বা অনুৎপাদক সম্পদ ('NPA') হিসেবে গণ্য করা হবে, যদি স্টেটমেন্টে উল্লিখিত ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ পেমেন্টের নির্ধারিত তারিখ (PDD) থেকে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিশোধ করা না হয়। এর পাশাপাশি, যে সমস্ত অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে কোনো সমঝোতা বা পুনর্গঠন ব্যবস্থার সুবিধা নেওয়া হয়েছে, সেটিকেও NPA হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে। সুদের সম্পূর্ণ বকেয়া এবং আসল টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত একটি অ্যাকাউন্ট NPA হিসেবেই শ্রেণীবদ্ধ থাকবে। সমঝোতা বা পুনর্গঠন করা অ্যাকাউন্টগুলো স্ট্যাটাস আপগ্রেড বা মানোন্নয়নের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না।

SMA সাব- ক্যাটেগরি	শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি [আসল বা সুদের পেমেন্ট অথবা অন্য যেকোনো অর্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বকেয়া হলে]
SMA – 0	পেমেন্টের নির্ধারিত তারিখ (PDD) থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত
SMA – ১	পেমেন্টের নির্ধারিত তারিখ (PDD) থেকে ৩০ দিনের বেশি এবং ৬০ দিন পর্যন্ত
SMA – ২	পেমেন্টের নির্ধারিত তারিখ (PDD) থেকে ৬০ দিনের বেশি এবং ৯০ দিন পর্যন্ত

দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ:

ধরা যাক, একটি ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টের পেমেন্টের নির্ধারিত ৩১শে মার্চ, ২০২১ এবং ওই তারিখের ব্যাঙ্ক ডে-এন্ড প্রক্রিয়া চলার আগে সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ জমা পড়েনি। সেক্ষেত্রে বকেয়া বা ওভারডিউ হওয়ার তারিখটি হবে ৩১ শে মার্চ, ২০২১। যদি এটি একইভাবে বকেয়া থেকে যায়, তবে ৩০শে এপ্রিল, ২০২১-এ ডে-এন্ড প্রক্রিয়া চলার সময় অর্থাৎ টানা ৩০ দিন ধরে বকেয়া থাকার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর এই কার্ড অ্যাকাউন্টটি SMA-১ হিসেবে চিহ্নিত হবে। সেই অনুযায়ী, ওই কার্ড অ্যাকাউন্টের SMA-১ শ্রেণীবিন্যাসের তারিখটি হবে ৩০শে এপ্রিল, ২০২১। একইভাবে, কার্ড অ্যাকাউন্টটি যদি আরও বকেয়া থেকে যায়, তবে ৩০শে মে, ২০২১-এ ডে-এন্ড প্রক্রিয়া চলার সময় এটি SMA-২ হিসেবে চিহ্নিত হবে। এরপরেও যদি বকেয়া মেটানো না হয়, তবে ২৯ শে জুন, ২০২১-এ ডে-এন্ড প্রক্রিয়া চলার সময় অ্যাকাউন্টটি NPA হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ হবে। নির্ধারিত তারিখ: ৩১শে মার্চ, ২০২১।

বকেয়ার দিন সংখ্যা	শ্রেণীবিন্যাসের তারিখ	শ্রেণীবিন্যাসের বর্তমান অবস্থা*
প্রযোজ্য নয়	৩০শে মার্চ, ২০২১	স্ট্যান্ডার্ড
১	৩১শে মার্চ, ২০২১	SMA ০
৩১	৩০শে এপ্রিল, ২০২১	SMA১
৬১	৩০শে মে, ২০২১	SMA২
৯১	২৯শে জুন, ২০২১	NPA

ক্রেডিট কার্ড সুবিধার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলী সাপ্লিমেন্টারি/ অ্যাড-অন কার্ডধারীর জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

5. **লিয়েনের অধিকার**

যদি ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে দাবি করা সত্ত্বেও কার্ড অ্যাকাউন্টের বকেয়া অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হয় তাহলে ব্যাঙ্ক যেকোনো সময় এবং কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই, কার্ড সদস্য এবং/অথবা অ্যাড-অন কার্ড সদস্যের ব্যাঙ্কে থাকা যেকোনো অ্যাকাউন্ট বা জিম্মায় জমা থাকা সমস্ত অর্থের ওপর লিয়েন এবং সেট-অফ করার অধিকার রাখবে। ।

6. **কার্ড মেম্বারশিপের অবসান বা বাতিলকরণ**

(i) কার্ড সদস্য নিচের ঠিকানায় আইডিবিআই ব্যাঙ্ককে লিখিতভাবে জানিয়ে যেকোনো সময় কার্ড মেম্বারশিপের অবসান বা তা বাতিল করতে পারেন: “ম্যানেজার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, সিপিইউ - ক্রেডিট কার্ডস ডিভিশন, আইডিবিআই বিল্ডিং, ৩য় তলা, প্লট নম্বর: ৩৯/৪০/৪১, সেক্টর-১১, সিবিডি-বেলাপুর, নভি মুম্বাই, পিন-৪০০৬১৪” আবেদনের সাথে কার্ডটি কোনাকুনিভাবে টুকরো টুকরো করে কেটে পাঠাতে হবে। এই লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে অথবা customercare@idbi.co.in-এ ই-মেল পাঠানোর মাধ্যমে অ্যাড-অন কার্ডসহ সমস্ত কার্ডের মেম্বারশিপ বন্ধ বা বাতিল করে দেওয়া হবে। কার্ডের সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ এবং ক্রেডিট কার্ডের সাথে যুক্ত কোনো লোন বা ইএমআই (EMI) সুবিধা (যদি নেওয়া হয়ে থাকে) অবিলম্বে প্রদেয় হিসেবে গণ্য হবে। কার্ড অ্যাকাউন্টের সমস্ত বকেয়া অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করার পরেই কেবল এই অবসান বা বাতিলকরণ কার্যকর হবে। কোনো বার্ষিক, জয়েনিং বা রিনিউয়াল ফি আনুপাতিক হারে ফেরত দেওয়া হবে না।

(ii) যদি ব্যাঙ্ক কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো অস্বাভাবিক বা ব্যতিক্রমী লেনদেনের ধরণ লক্ষ করে, তবে লেনদেনের সত্যতা ও বৈধতা যাচাই করার জন্য ব্যাঙ্ক তার রেকর্ডে থাকা গ্রাহকের নিবন্ধিত ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। যদি ব্যাঙ্ক কোনো কারণে গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়, এবং কার্ডধারীর স্বার্থে ও নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজন বলে যুক্তিযুক্তভাবে মনে করে, তবে কোনো রকম আগাম নোটিশ ছাড়াই ব্যাঙ্ক ওই কার্ডের ব্যবহার সীমিত বা বন্ধ করে দিতে পারে। যদি কার্ড সদস্য নির্ধারিত প্রদেয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হন অথবা তাঁকে দেওয়া ক্রেডিট লিমিট অতিক্রম করেন, তবে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ওই ক্রেডিট কার্ডের পরিষেবা স্থগিত করতে পারে। চুক্তি সমাপ্ত হওয়ার পর অথবা কার্ড অ্যাকাউন্টটি স্থগিত করা হলে কোনোভাবেই ক্রেডিট কার্ডটি আর ব্যবহার করা যাবে না।

(iii) এই ধরনের পরিস্থিতিতে, কার্ড সদস্যকে (আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কোনো ডিফল্ট বা অন্য কোনো নোটিশ সাপেক্ষে) অবিলম্বে অ্যাকাউন্টের মোট বকেয়া অর্থ আইডিবিআই ব্যাঙ্ককে পরিশোধ করতে হবে। এর মধ্যে চুক্তির অধীনে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের প্রাপ্য সমস্ত অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যার মধ্যে এমন সমস্ত লেনদেন বা অন্যান্য চার্জও রয়েছে যা এখনও অ্যাকাউন্টে ধার্য করা হয়নি। ব্যাঙ্কের কাছে এই ধরনের সমস্ত প্রদেয় অর্থ সম্পূর্ণরূপে জমা হওয়ার পরেই কেবল কার্ড মেম্বারশিপের অবসান বা বাতিলকরণ কার্যকর হবে।

(iv) আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তার নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী ক্রেডিট কার্ড/অ্যাড-অন কার্ডের সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ অবিলম্বে ফেরত বা পরিশোধ করার দাবি করতে পারে। যদি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক সমস্ত বকেয়া অর্থ এককালীন ফেরত চায়, তবে সেই সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক কার্ড সদস্যকে যুক্তিসঙ্গত সময় বা নোটিশ প্রদান করবে।

(v) এই নিয়ম ও শর্তাবলীর অন্য কোথাও এর বিপরীত কিছু বলা থাকলেও, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তার নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্ট অথবা ক্রেডিট কার্ড/অ্যাড-অন কার্ডের মঞ্জুরীকৃত লিমিট বাতিল করতে পারে। এই ধারার অধীনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক যদি ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্ট বা ক্রেডিট কার্ড/অ্যাড-অন কার্ডের মঞ্জুরীকৃত লিমিট বাতিল করে, তবে সেই বাতিলের বিষয়টি ব্যাঙ্ক কার্ড সদস্যকে অবহিত বা অবগত করবে।

(vi) কার্ড সদস্যের মৃত্যু বা অক্ষমতা অথবা কর্পোরেট বডি হিসেবে থাকা কার্ড সদস্যের দেউলিয়াত্ব/বিলুপ্তি -র ক্ষেত্রে কার্ড সদস্য এবং যেকোনো অ্যাড-অন কার্ড সদস্যদের ইস্যু করা কার্ডটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। কোনো সরকারি বা নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনার ভিত্তিতেও ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টটি স্থগিত করা হতে পারে। পরিস্থিতি অনুযায়ী মৃত্যু, অক্ষমতা, দেউলিয়াত্ব, বিলুপ্তি বা সরকারি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনার সাথে সাথেই কার্ড অ্যাকাউন্টের সমস্ত বকেয়া অর্থ অবিলম্বে প্রদেয় হিসেবে গণ্য করা হবে। কার্ড সদস্যের সমস্ত বকেয়া অর্থ অবিলম্বে পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতার কোনো ক্ষতি না করে, ব্যাঙ্ক প্রচলিত প্রাসঙ্গিক আইন অনুযায়ী সেই অর্থ পুনরুদ্ধার বা আদায় করার অধিকারী হবে।

(vii) কার্ডধারী অবগত আছেন এবং বোঝেন যে, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার কঠোরভাবে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, দেশের প্রচলিত আইন অথবা সময়ে সময়ে প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা অনুযায়ী হতে হবে। এই কার্ডটি ফরেক্স ট্রেডিং, লটারি, বাজি ধরা, জুয়া খেলা এবং ডেটিং সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। এই সংক্রান্ত নিয়মাবলী সম্পর্কে নিজেকে আপ-টু-ডেট বা অবগত রাখা সম্পূর্ণভাবে কার্ডধারীর নিজের দায়িত্ব। এর ব্যত্যয় বা খেলাপি হলে, কার্ডধারী ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (FEMA) ১৯৯৯ অথবা এর সংবিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুনর্প্রবর্তনের অধীনে আইনি ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকবেন।

(viii) যদি কোনো ক্রেডিট কার্ড এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যবহার না করা হয়, তবে কার্ডধারীকে অবহিত করার পর কার্ডটি বন্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। যদি ৩০ দিনের মধ্যে কার্ডধারীর কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া না যায়, তবে কার্ডধারীর পক্ষ থেকে সমস্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধ করা সাপেক্ষে কার্ড অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে।

(ix) ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টটিতে কোনো বকেয়া অর্থ না থাকা সত্ত্বেও, যদি কার্ড ইস্যুকারী সংস্থা (ব্যাঙ্ক) সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে ক্রেডিট কার্ড বন্ধ করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়, তবে কার্ডটি চূড়ান্তভাবে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বিলম্বের প্রতিদিনের জন্য গ্রাহককে দৈনিক ৫০০ টাকা হারে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

7. কার্ড হারিয়ে যাওয়া/চুরি হওয়া/অপব্যবহার

(i) মূল বা যেকোনো অতিরিক্ত ক্রেডিট কার্ড যদি হারিয়ে যায়, চুরি হয়, বিকৃত/ক্ষতিগ্রস্ত হয়, নির্দিষ্ট সময়ে এসে না পৌঁছায় অথবা কার্ডধারী যদি সন্দেহ করেন যে তাঁর অনুমতি ছাড়াই ক্রেডিট কার্ডটি ব্যবহার করা হচ্ছে, তবে কার্ড সদস্যকে অবিলম্বে ২৪-ঘণ্টার ক্রেডিট কার্ড কাস্টমার কেয়ারে তা জানাতে হবে। এছাড়া, কার্ডধারী আইভিআর (IVR), ক্রেডিট কার্ড নেট ব্যাঙ্কিং অথবা গো মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমেও তাৎক্ষণিকভাবে কার্ডটি ব্লক করতে পারেন। কোনো কার্ড হারিয়ে গেছে বলে একবার রিপোর্ট করার পর, পরবর্তীতে তা খুঁজে পাওয়া গেলেও কার্ডধারী কোনো অবস্থাতেই সেটি আর ব্যবহার করবেন না এবং কার্ডটি কোনাকুনিভাবে কেটে দুই টুকরো করে ফেলবেন।

(ii) কার্ড হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি রিপোর্ট বা নথিভুক্ত করার আগে কার্ড অ্যাকাউন্টে হওয়া যেকোনো লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্ক কোনোভাবেই দায়ী বা দায়বদ্ধ থাকবে না এবং এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ভার কার্ড সদস্যের ওপর বর্তাবে। ভারতের বাইরে অবস্থিত মার্চেন্টদের ক্ষেত্রে পিন (PIN) বা অতিরিক্ত অথেন্টিকেশন ছাড়াই কার্ডের লেনদেন সম্পন্ন হতে পারে, কারণ সেই সমস্ত দেশে এটি বাধ্যতামূলক নাও হতে পারে। কার্ড হারিয়ে যাওয়ার রিপোর্ট করার আগে হওয়া সমস্ত লেনদেনের জন্য কার্ড সদস্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন। ব্যাঙ্কের কাছে কার্ড হারানোর যথাযথ বিজ্ঞপ্তি বা রিপোর্ট পৌঁছানোর পর, পরবর্তী লেনদেনের ক্ষেত্রে কার্ড সদস্যের দায়বদ্ধতা শূন্য হয়ে যাবে। কার্ড হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়ার বিষয়ে আইডিবিআই ব্যাঙ্ককে জানানোর পাশাপাশি, কার্ড সদস্যকে অবশ্যই থানায় চুরির বিষয়টি জানাতে হবে, একটি এফআইআর দায়ের করতে হবে এবং পুলিশ অভিযোগের রিসিভড বা অ্যাকনলেজড কপি ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে।

(iii) কার্ড সদস্য বা কোনো অতিরিক্ত কার্ড সদস্যের সম্মতি, অবহেলা বা অসাবধানতার কারণে যদি অন্য কোনো ব্যক্তি কার্ড বা পিন (PIN) হস্তগত করে কার্ডের অপব্যবহার করে, তবে তার ফলে হওয়া সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির জন্য কার্ড সদস্য নিজে দায়ী থাকবেন।

(iv) যদি কার্ড সদস্য প্রতারণামূলক কোনো কাজ করে থাকেন, তবে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার তাঁর নিজের ওপর বর্তাবে। এছাড়া, কার্ড সদস্য যদি যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা না নিয়ে কাজ করেন, তবে তার ফলে হওয়া সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির জন্যও তিনি দায়ী হতে পারেন।

(v) কার্ড সদস্য বা কোনো অতিরিক্ত কার্ড সদস্যের সাথে কোনো রকম আলোচনা বা তাঁদের উল্লেখ না করেই, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কোনো কার্ড বা পিনের (PIN) হারিয়ে যাওয়া, চুরি হওয়া বা অপব্যবহারের বিষয়ে তাদের প্রাসঙ্গিক মনে হওয়া যেকোনো তথ্য পুলিশ বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে পারে।

(vi) গ্রাহক সুরক্ষা - অননুমোদিত ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্কিং লেনদেনে গ্রাহকদের দায়বদ্ধতা সীমিতকরণ সংক্রান্ত ০৬ই জুলাই, ২০১৭ তারিখের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (RBI) নির্দেশিকা অনুযায়ী, অননুমোদিত ক্রেডিট কার্ড লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। এই একই নীতিমালা আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে "কাস্টমার গ্রিভ্যান্স রিড্রেসাল পলিসি"-র অধীনে আপডেট করা হয়েছে। নীতিটি গ্রাহকদের সাথে স্বচ্ছতা এবং ন্যায্য আচরণের নীতির ওপর ভিত্তি করে গঠিত।

PIN সুরক্ষিত রাখা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী

কার্ড ব্যবহারের জন্য কার্ডধারীকে দেওয়া পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (PIN) অথবা কার্ডধারীর নিজের পছন্দ করা যেকোনো পিন নম্বর শুধুমাত্র কার্ডধারীর নিজেরই জানা থাকা উচিত। এটি কার্ডধারীর

ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, যা সম্পূর্ণ অ-হস্তান্তরযোগ্য এবং কঠোরভাবে গোপনীয়। পিন নম্বরের কোনো লিখিত রেকর্ড এমন কোনো আকারে, স্থানে বা উপায়ে রাখা উচিত নয়, যা কোনো তৃতীয় পক্ষের পক্ষে তা ব্যবহার করা সহজ করে তুলতে পারে। কোনো অবস্থাতেই এবং কোনো মাধ্যমেই তা স্বেচ্ছায় হোক বা অন্য কোনোভাবে ব্যাঙ্কের কর্মী বা মার্চেন্ট এস্টাবলিশমেন্টসহ কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে পিন নম্বর প্রকাশ বা শেয়ার করা যাবে না।

কার্ডধারীদের জন্য বিমা কভারেজ

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ডের ভ্যারিয়েন্ট বা প্রকারভেদের ওপর ভিত্তি করে বিনামূল্যে কার্ড হারিয়ে যাওয়া/চুরি হওয়া/দুর্ঘটনাজনিত বিমা কভারেজ প্রদান করে থাকে। উক্ত বিমাটি একটি তৃতীয় পক্ষ বিমা কোম্পানি দ্বারা প্রদান করা হয়, এবং এই সংক্রান্ত যেকোনো ক্লেম সেটেলমেন্ট বা দাবি নিষ্পত্তির জন্য তারাই দায়বদ্ধ থাকে। ক্রেডিট কার্ডটি সেট-আপ বা সক্রিয় করার তারিখ থেকেই এই বিমা নীতিটির কভারেজ শুরু হয়। আপনার কার্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিমা কভারেজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ওয়েলকাম বুকলেট দেখুন অথবা ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট www.idbibank.in ভিজিট করুন।

৪. সিকিওরড ক্রেডিট কার্ড

নিচে তালিকাভুক্ত নিয়ম ও শর্তাবলী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক সিকিউরড ক্রেডিট কার্ডের জন্য প্রযোজ্য হবে। এই শর্তগুলো আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড সুবিধা সংক্রান্ত সাধারণ ক্রেডিট কার্ডহোল্ডার চুক্তি-র নিয়ম ও শর্তাবলী এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিট (স্থায়ী আমানত) সংক্রান্ত নিয়ম ও শর্তাবলীর অতিরিক্ত এবং ওপরের স্তরের নিয়ম হিসেবে গণ্য হবে।

(i) সিকিউরড ক্রেডিট কার্ডের ক্রেডিট লিমিট ফিক্সড ডিপোজিটের (স্থায়ী আমানত) পরিমাণের সর্বোচ্চ ৮৫% পর্যন্ত অথবা সময়ে সময়ে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্ধারিত লিমিট অনুযায়ী হবে, যা সর্বোচ্চ ₹১০ লাখ ক্রেডিট লিমিট সাপেক্ষে প্রযোজ্য।

(ii) আইডিবিআই ব্যাঙ্ক সিকিউরড ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করার আবেদনটি প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য, কার্ডধারী এবং/অথবা ফিক্সড ডিপোজিটের সমস্ত যৌথ আমানতকারীকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্দিষ্ট করা নিয়ম অনুযায়ী যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত বা দায়মুক্ত কনফার্মেশন অফ ডিপোজিট (COD) জমা দিতে হবে।

(iii) সিকিউরড ক্রেডিট কার্ডের বিপরীতে লিয়েন বা দায়বদ্ধ করে রাখা ফিক্সড ডিপোজিটটি রিনিউ বা নবীকরণ হওয়ার পর, কনফার্মেশন অফ ডিপোজিটটি (COD) ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের বা আমানতকারীদের কাছে পাঠানো হবে না।

(iv) কার্ডের ক্রেডিট লিমিট বা ঋণসীমা ফিক্সড ডিপোজিটের আসল বা মূল পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে; ফিক্সড ডিপোজিটের ওপর অর্জিত বা জমা হওয়া সুদের সাথে গ্রাহককে দেওয়া ক্রেডিট লিমিটের কোনো সম্পর্ক বা প্রভাব থাকবে না।

(v) সিকিউরড ক্রেডিট কার্ডের সাথে যুক্ত ফিক্সড ডিপোজিটটি কার্ডধারী এবং/অথবা যৌথ ফিক্সড ডিপোজিট হোল্ডাররা কোনোভাবেই ভাঙতে বা তা থেকে আংশিক অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না; যতক্ষণ না সিকিউরড ক্রেডিট কার্ডের সমস্ত বকেয়া অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হচ্ছে এবং সিকিউরড ক্রেডিট কার্ডটি বন্ধ বা অবসান করা হচ্ছে।

(vi) ফিক্সড ডিপোজিট (স্থায়ী আমানত) অথবা আইডিবিআই ব্যাঙ্কের সিকিউরড ক্রেডিট কার্ডের অবসান/প্রত্যাহার/বাতিলকরণের ক্ষেত্রে—

- যদি কার্ডধারী পেমেন্টের নির্ধারিত তারিখের পর ৩০ দিন পর্যন্ত বকেয়া টাকা বা ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ পরিশোধ না করেন, তবে ক্রেডিট কার্ডটি 'হটলিস্ট' বা সম্পূর্ণ ব্লক করে দেওয়া হবে। এরপর পরবর্তী ২১ দিনের মধ্যেও যদি কার্ডধারী বকেয়া অর্থ পরিশোধ না করেন, তবে বকেয়া টাকা অবিলম্বে উদ্ধার বা আদায় করার জন্য ফিক্সড ডিপোজিট লিকুইডেট বা ভাঙা হবে।
- অথবা, নিয়ম ও শর্তাবলী অনুযায়ী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক ধার্য করা যেকোনো ফি, চার্জ বা অন্য যেকোনো অর্থসহ সিকিউরড ক্রেডিট কার্ডের মোট বকেয়ার পরিমাণ যদি যেকোনো সময় কার্ডের ক্রেডিট লিমিটের ১০০% বা তার সমান বা বেশি হয়ে যায়।

a) সিকিউরড ক্রেডিট কার্ডের বিপরীতে থাকা মোট বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধার বা আদায় করার জন্য, কার্ডধারী এবং/অথবা যৌথ ফিক্সড ডিপোজিট হোল্ডারদের সেভিংস ব্যাঙ্ক (SB)/কারেন্ট অ্যাকাউন্ট (CA)/অথবা অন্য যেকোনো অ্যাকাউন্ট (যা একক বা যৌথভাবে পরিচালিত) থেকে টাকা ডেবিট করার (কেটে নেওয়ার) পূর্ণ অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।

b) সিকিউরড ক্রেডিট কার্ডের মোট বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা যদি সেভিংস ব্যাঙ্ক (SB)/কারেন্ট অ্যাকাউন্ট (CA)/অথবা অন্য কোনো অ্যাকাউন্টে না থাকে, তবে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের অর্জিত সুদ সহ সম্পূর্ণ ফিক্সড ডিপোজিট (FD) লিকুইডেট বা ভাঙার এবং সেই অর্থ সিকিউরড ক্রেডিট কার্ডের অধীনে ব্যাঙ্কের প্রাপ্য বকেয়া পরিমাণের সাথে সমন্বয় বা অ্যাডজাস্ট করার পূর্ণ অধিকার থাকবে; এবং এর বিরুদ্ধে কার্ডধারী বা যৌথ ফিক্সড ডিপোজিট হোল্ডাররা আইডিবিআই ব্যাঙ্কের কাছে কোনো প্রকার দাবি বা আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন না। উক্ত সমন্বয়, কর্তন বা অ্যাডজাস্টমেন্টের পর যদি কোনো উদ্‌বৃত্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তবে তা পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্ডধারী বা যৌথ ফিক্সড ডিপোজিট হোল্ডারদের ফেরত দেওয়া হবে।

(vii) ফিক্সড ডিপোজিট (স্থায়ী আমানত) লিকুইডেট করার বা ভাঙার ক্ষেত্রে, সুদের সম্ভাব্য কোনো ক্ষতির জন্য ব্যাঙ্ক কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

9. <u>**অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা**</u>

আমাদের পরিষেবা নিয়ে বিরল ক্ষেত্রে যদি কার্ডধারীরা সন্তুষ্ট না হলে, তাঁরা অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের অভিযোগটি উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে পারেন।

ব্যাঙ্কের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো রয়েছে:

(i) **১ম স্তর** - ব্রাঞ্চ/কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার

(ii) **২য় স্তর** - গ্রিভ্যান্স রিড্রেসাল অফিসার (GRO)

(iii) **৩য় স্তর** - প্রিন্সিপাল নোডাল অফিসার (PNO)

* আপনি যদি ১ম স্তরে ৬টি কার্যদিবসের মধ্যে কোনো সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া বা উত্তর না পান, তবে আমাদের অভিযোগ প্রতিকার আধিকারিক (GRO) কে grocc@idbi.co.in ঠিকানায় ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা মাসের ২য় ও ৪র্থ শনিবার বাদে সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ০২২-৬৬১৯৪৩৬৭ নম্বরে কল করতে পারেন। এছাড়া আপনি এই ঠিকানায় লিখিতভাবেও জানাতে পারেন: আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ক্রেডিট কার্ডস, আরবিজি, ১৯তম তলা, এ-উইং, আইডিবিআই টাওয়ার, ডব্লিউটিসি কমপ্লেক্স, কাফে প্যারেড, মুম্বাই – ৪০০ ০০৫।

** আরও উল্লেখ্য, আপনি যদি ২য় স্তরে ৪টি কার্যদিবসের মধ্যে কোনো সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া বা উত্তর না পান, তবে আমাদের প্রধান নোডাল আধিকারিক (PNO) কে pno@idbi.co.in ঠিকানায় ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা মাসের ২য় ও ৪র্থ শনিবার বাদে সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ০২২-৬৬৫৫২২২৭ নম্বরে কল করতে পারেন। এছাড়া আপনি এই ঠিকানায় লিখিতভাবেও জানাতে পারেন: আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ক্রেডিট কার্ডস, আরবিজি, ১৯তম তলা, এ-উইং, আইডিবিআই টাওয়ার, ডব্লিউটিসি কমপ্লেক্স, কাফে প্যারেড, মুম্বাই – ৪০০০০৫।

অভিযোগ দায়ের করার ৩০ দিনের মধ্যে যদি আপনার সমস্যার সমাধান না হয়, তবে কার্ড সদস্য তাঁর অভিযোগ প্রতিকারের জন্য ইন্টিগ্রেটেড ওম্বুডসম্যান স্কিম -এর অধীনে আরবিআই ওম্বুডসম্যান বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লোকপাল দপ্তরের দ্বারস্থ হতে পারেন। এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য www.idbibank.in ওয়েবসাইটে ক্রেডিট কার্ড গ্রিভ্যান্স রিড্রেসাল সংক্রান্ত অভিযোগ প্রতিকার ওয়েব পেজে পাওয়া যাবে।

10. <u>তথ্য প্রকাশ বা ঘোষণা</u>

কার্ড সদস্য স্বীকার করছেন যে, বর্তমান ব্যবসায়িক নিয়ম অনুযায়ী ব্যাঙ্ক যেকোনো ক্রেডিট ব্যুরোকে (বর্তমান বা ভবিষ্যৎ) গ্রাহককে কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য সময়ে সময়ে প্রদান করতে পারে। ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো ইন্ডিয়া লিমিটেড (CIBIL) হলো আর্থিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব উন্নত করার জন্য ভারত সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (RBI) একটি যৌথ উদ্যোগ। এই উদ্যোগে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য তাদের গ্রাহকদের তথ্য CIBIL বা অন্যান্য ক্রেডিট ব্যুরোর সাথে শেয়ার করা বাধ্যতামূলক এবং এই তথ্য ক্রেডিট ইনফরমেশন কোম্পানিজ রেগুলেশন অ্যাক্ট, ২০০৫ এর নিয়ম মেনেই প্রদান করা হচ্ছে।এর পরিপ্রেক্ষিতে কার্ড সদস্যকে জানানো হচ্ছে যে, ক্রেডিট কার্ডের পেমেন্ট বা বকেয়া ওভারডিউ হলে এবং নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলে, ব্যাঙ্ক যথাযথ নোটিশ দিয়ে গ্রাহকের সেই ক্রেডিট কার্ডের ডিফল্ট সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য CIBIL এবং অন্য যেকোনো ক্রেডিট ব্যুরোকে (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) জানাতে পারে। ওভারডিউ থাকা কার্ড অ্যাকাউন্টের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার পর, ব্যাঙ্ক কর্তৃক সেই পেমেন্ট পাওয়ার তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ৬০ দিনের মধ্যে CIBIL বা অন্যান্য ক্রেডিট ব্যুরোতে ডেটা রিফ্রেশ বা আপডেট করা হবে।

আমরা কার্ড সদস্যকে আরও জানাতে চাই যে, ব্যাঙ্ক নিজস্ব বিবেচনায় এবং ইচ্ছানুযায়ী, অভিযোগ সংক্রান্ত কিংবা পেমেন্ট বা বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে কার্ড সদস্য এবং ব্যাঙ্কের প্রতিনিধির মধ্যের নির্দিষ্ট কথোপকথন রেকর্ড করতে পারে, যা ব্যাঙ্ক উপযুক্ত বলে মনে করবে।

কার্ড সদস্য যে ক্রেডিট কার্ডটি ব্যবহার করছেন, তা কার্ড সদস্যের যোগ্যতা এবং ব্যাঙ্কের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আপগ্রেড বা ডাউনগ্রেড (নিম্নতর স্তরে পরিবর্তন) হতে পারে। এই নিয়মটি কার্ড সদস্যকে দেওয়া ক্রেডিট লিমিট বা ঋণসীমা পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, তবে এটি শুধুমাত্র এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, LICCSL এর সাথে যৌথভাবে কো-ব্র্যান্ডেড ক্রেডিট কার্ড প্রদান করে থাকে। এই ব্যবস্থার অধীনে ব্যাঙ্ক তাদের পার্টনার কর্পোরেট বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে অর্জিত রাজস্ব/ফি শেয়ার বা ভাগ করে নিতে পারে।

বিধিনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

(i) কার্ডটি ভারত এবং বিদেশ উভয় স্থানেই ব্যবহারের জন্য বৈধ। তবে, নেপাল এবং ভুটানে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন করার জন্য এটি বৈধ নয়।

(ii) ভারতের বাইরে লেনদেনের ক্ষেত্রে কার্ডের ব্যবহার অবশ্যই প্রচলিত আইন, যার মধ্যে আরবিআই (RBI)-এর এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল রেগুলেশনস এবং ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৯৯ অন্তর্ভুক্ত, তার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। ইন্টারনেট ট্রেডিং পোর্টালের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা বা ফরেক্স ট্রেডিং করার অনুমতি নেই। কোনো রকম নিয়ম লঙ্ঘন বা আইন অনুসরণে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আপনি

শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার বৈদেশিক মুদ্রার এনটাইটেলমেন্ট বা যোগ্যতার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আপনার অথরাইজড ডিলার (AD)-এর সাথে পরামর্শ করা উচিত।

(iii) আপনার ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টে যদি কোনো অতিরিক্ত বা জমার টাকা থাকে, তবে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক সেই অর্থ আপনাকে ফেরত দেওয়ার অধিকার রাখে।

(iv) বৈদেশিক সংস্থায় বিনিয়োগ করা বা বিদেশে নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মতো ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ট্রানজ্যাকশন -এর রেমিট্যান্স বা পেমেন্ট করার জন্য অনুগ্রহ করে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করবেন না। কারণ, RBI-এর মাস্টার ডিরেকশন- ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টস বাই রেসিডেন্টস ইন জয়েন্ট ভেঞ্চার/ হোলি ওনড সাবসিডিয়ারি অ্যাব্রড নীতিমালার অধীনে এটি অর্থায়নের কোনো অনুমোদিত মাধ্যম নয়।

(v) ১লা অক্টোবর, ২০২২ বা তার পরে ইস্যু করা নতুন কার্ডের ক্ষেত্রে, কার্ডধারীকে অবশ্যই ৩০ দিনের মধ্যে কার্ডটি অ্যাক্টিভেট বা সক্রিয় করতে হবে। কার্ডধারী যদি একটি PIN সেট আপ করেন অথবা অনলাইন ও ইন্টারন্যাশনালের মতো বিভিন্ন ধরনের লেনদেনের সুবিধা চালু করেন এবং/অথবা সেগুলির লিমিট বা সীমা নির্ধারণ করেন, অথবা কার্ডটি কেনাকাটার জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে কার্ডটি অ্যাক্টিভেট বা সক্রিয় হয়েছে বলে গণ্য হবে।

11. ডিলাইট পয়েন্টস

প্রোডাক্টের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্ধারিত নিয়ম এবং কার্ডের ভ্যারিয়েন্ট বা প্রকারভেদের ওপর ভিত্তি করে সমস্ত যোগ্য লেনদেনের জন্য ডিলাইট পয়েন্ট পাওয়া যাবে। লেনদেনটি সম্পূর্ণরূপে সেটেল বা নিষ্পত্তি হওয়ার পরেই কেবল গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ডিলাইট পয়েন্ট যোগ করা হবে। যদি কোনো লেনদেন সেটেল না হয় এবং বিলিং ছাড়াই টাকা রিলিজ বা অবমুক্ত করে দেওয়া হয়, তবে সে ক্ষেত্রে কোনো ডিলাইট পয়েন্ট দেওয়া হবে না। নিচে দেওয়া তালিকায় উল্লিখিত লেনদেনের ক্যাটাগরি বা শ্রেণীগুলোর ক্ষেত্রে গ্রাহকদের কোনো ডিলাইট পয়েন্ট প্রদান করা হবে না।

<u>পয়েন্ট মেয়াদ শেষের সময়সীমা :</u>
গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া সাধারণ পয়েন্টগুলোর মেয়াদ থাকবে ৩ বছর। তবে, কোনো বিশেষ ক্যাম্পেইন (অভিযান) বা প্রোমোশনাল অফারের অধীনে জমা হওয়া পয়েন্টগুলোর মেয়াদ থাকবে মাত্র ১ বছর।

<u>যেসব লেনদেনের ক্ষেত্রে ডিলাইট পয়েন্ট পাওয়া যাবে নাঃ</u> নিচে দেওয়া ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া, আইডিবিআই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে করা অন্য সমস্ত খরচের জন্যই ডিলাইট পয়েন্ট প্রদান করা হবে:

মার্চেন্ট ক্যাটেগরি কোড (MCC)	বিবরণ
৬০১০	ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন- ম্যানুয়াল ক্যাশ ডিসবার্সমেন্ট
৬০১১	ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন- অটোমেটেড ক্যাশ ডিসবার্সমেন্ট
৬২১১	সিকিউরিটি ব্রোকার/ডিলার
৬৩০০	ইন্স্যুরেন্স সেলস, আন্ডাররাইটিং এবং প্রিমিয়াম
৬৩৮১	ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম
৯২১১	কোর্ট খরচ, আলিমনি, চাইল্ড সাপোর্ট সহ
৯২২২	জরিমানা
৯৩১১	কর মেটানো
৯৩৯৯	সরকারি পরিষেবা (অন্যান্য)
৯৪০৫	আন্তঃ-সরকারি কেনাকাটা - শুধুমাত্র সরকারি ক্ষেত্রে
৪১১২	যাত্রী রেলওয়ে
৫৯৬০	ডাইরেক্ট মার্কেটিং - ইন্স্যুরেন্স সার্ভিসেস
৫৫৪১	সার্ভিস স্টেশন (আনুষঙ্গিক পরিষেবাসহ বা পরিষেবা ছাড়া)
৫৫৪২	অটোমেটেড ফুয়েল ডিসপেনসার্স
৫১৭২	পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস
৫৯৮৩	ফুয়েল ডিলার্স - কোল, ফুয়েল অয়েল, লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গুডস

কোনো লেনদেনের বিপরীতে গ্রাহককে ইতিমধ্যেই ডিলাইট পয়েন্ট প্রদান করা হয়ে থাকলে এবং পরবর্তীকালে যদি সেই লেনদেনটি রিভার্স বা ফেরত নেওয়া হয়, তবে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ পয়েন্ট গ্রাহকের মোট পয়েন্ট ব্যালেন্স থেকে ডেবিট বা কেটে নেওয়া হবে। যদি গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত পরিমাণ পয়েন্ট না থাকে অথবা পয়েন্ট ব্যালেন্স কেটে নেওয়ার মতো পয়েন্টের চেয়ে কম হয়, তবে মোট পয়েন্ট ব্যালেন্স কেটে নেগেটিভ ফিগার বা মাইনাস ব্যালেন্স করে দেওয়া হবে।

দাবিত্যাগ :

*আইডিবিআই ব্যাঙ্ক তার নিজস্ব বিবেচনায়, তার পণ্য বা প্রোডাক্টের প্রয়োজনে বা শর্তানুযায়ী প্রয়োজনীয় শর্তসাপেক্ষে বহিরাগত
পরিষেবা প্রদানকারী অথবা এজেন্টদের পরিষেবা গ্রহণ করতে পারে। উক্ত পরিষেবার যথাযথ বাস্তবায়ন বা তা পূরণ করার
সম্পূর্ণ দায়ভার সংশ্লিষ্ট পরিষেবা প্রদানকারীর ওপর বর্তাবে।

ক্রেডিট কার্ডের ফি এবং চার্জের তালিকা

(১৩ই এপ্রিল, ২০২৩ থেকে কার্যকর)

1) কার্ডে যোগ দেওয়া, বার্ষিক এবং অতিরিক্ত (অ্যাড-অন) কার্ডের ফি / অন্যান্য

IDBI ব্যাঙ্ক কার্ডের প্রকার	জয়েনিং এর ফি– মূল / অ্যাড অন কার্ড	বার্ষিক ফি - (মূল কার্ড - ২য় বছর থেকে)	রিনিউয়াল বা নবীকরণ ফি (মূল / অ্যাড-অন কার্ড)	বার্ষিক ফি (অ্যাড-অন কার্ড)
অ্যাস্পায়ার	নেই	নেই	নেই	নেই
রয়্যাল	নেই	নেই	নেই	নেই
ইউফোরিয়া	নেই	**₹১৪৯৯** *(আগের বছরে ₹১,৫০,০০০ খরচ করলে এই ফি মকুব বা মাফ করা হবে)*	নেই	নেই
উইনিংস	নেই	**₹৮৯৯** *(আগের বছরে ₹৯০,০০০ খরচ করলে এই ফি মকুব বা মাফ করা হবে)*	নেই	নেই
ইম্পেরিয়াম	নেই	**₹৪৯৯** *(আগের বছরে ₹৭৫,০০০ খরচ করলে এই ফি মকুব বা মাফ করা হবে)*	নেই	নেই
LIC - ইকলাট	নেই	নেই	নেই	নেই
LIC - লুমিন	নেই	নেই	নেই	নেই

2) অর্থ/ পরিষেবা মাশুল

IDBI ব্যাঙ্ক কার্ডের প্রকার	রিভলভিং ক্রেডিট সুবিধার ওপর সুদ	ক্যাশ অ্যাডভান্স এর ওপর সুদ

	মাসিক হার (প্রতি মাস.)	**শতকরা বার্ষিক হার (প্রতি বছর)**	**মাসিক হার (প্রতি মাস.)**	**শতকরা বার্ষিক হার (প্রতি বছর)**
অ্যাম্পায়ার	২.৯০%	৩৪.৮০%	২.৯০%	৩৪.৮০%
রয়্যাল	২.৫০%	৩০.০০%	২.৫০%	৩০.০০%
ইউফোরিয়া	২.৯০%	৩৪.৮০%	২.৯০%	৩৪.৮০%
উইনিংস	৩.৪০%	৪০.৮০%	৩.৪০%	৪০.৮০%
ইম্পেরিয়াম	২.৯০%	৩৪.৮০%	২.৯০%	৩৪.৮০%
LIC - ইকলাট	৩.৪০%	৪০.৮০%	৩.৪০%	৪০.৮০%
LIC - লুমিন	৩.৪০%	৪০.৮০%	৩.৪০%	৪০.৮০%

3) অন্যান্য ফি ও চার্জ সমূহ

ফি ও চার্জ এর প্রকার	পরিমাণ
ক্যাশ অ্যাডভান্স ট্র্যানজেকশন ফি *	লেনদেনের (ট্রানজেকশনের) ২.৫% অথবা ৫০০ টাকা—যেটি বেশি হবে
বিল দেরিতে জমা দেওয়ার চার্জ বা জরিমানা (প্রতিটি স্টেটমেন্টের বকেয়া বিলের ওপর ভিত্তি করে)**	□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ **এর** □□□□ — □□□ □□□□□□□□ □□□□□ < = ₹৫০০ — □□□ > ₹৫০০ □□□□ < = ₹৫০০০ — ₹৪০০ > ₹৫০০০ □□□□ < = ₹১০০০০ — ₹৫০০ > ₹১০০০০ □□□□ < = ₹২০০০০ — ₹৭৫০ > ₹২০০০০ — ₹৯৫০
ওভার লিমিট ফি ***	₹৫০০/- ওভার লিমিট হওয়া পরিমাণের ২.৫%, তবে কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিতে হবে।
চেক / অটো ডেবিট রিটার্ন চার্জ	₹৫০০/-
ক্রেডিট কার্ড পেমেন্টের জন্য আইডিবিআই ব্যাঙ্কের শাখায় নগদ টাকা জমা দেওয়ার চার্জ	₹২০০/-
ডুপ্লিকেট স্টেটমেন্টের অনুরোধ	প্রতি স্টেটমেন্টের জন্য ১০০ টাকা (যদি ৩ মাসের বেশি পুরনো হয়)
কার্ড বদলানোর ফি	₹২০০/-
ইএমআই সুদের হার	বছরে ১৩% সুদের হার (যোগ্য মেয়াদসমূহ – ৩, ৬, ৯, ১২, ১৮, ২৪, ৩০ এবং ৩৬ মাস)
ইএমআই কনভার্সন ফি	নেই
ইএমআই ফোরক্লোজার ফি	নেই
বিদেশি মুদ্রা রূপান্তর চার্জ	ব্যাঙ্ক ৩.৫% ক্রস কারেন্সি মার্ক-আপ (বিদেশি মুদ্রা রূপান্তর চার্জ) কেটে থাকে
ফুয়েল সারচার্জ ওয়েভার	**অ্যাস্পায়ার** - হ্যাঁ **(**লেনদেনের পরিমাণ কমপক্ষে ₹৪০০ থেকে সর্বোচ্চ ₹৪০০০/- মধ্যে হতে হবে। মাসে সর্বোচ্চ ₹৩০০/- পর্যন্ত সারচার্জ মাফ মিলবে) **রয়্যাল –** হ্যাঁ **(**লেনদেনের পরিমাণ কমপক্ষে ₹৪০০ থেকে সর্বোচ্চ ₹৫০০০/- মধ্যে হতে হবে। মাসে সর্বোচ্চ ₹৫০০/- পর্যন্ত সারচার্জ মাফ মিলবে) **ইউফোরিয়া-** হ্যাঁ **(**লেনদেনের পরিমাণ কমপক্ষে ₹৪০০ থেকে সর্বোচ্চ ₹৫০০০/- মধ্যে হতে হবে। মাসে সর্বোচ্চ ₹৫০০/- পর্যন্ত সারচার্জ মাফ মিলবে) **উইনিংস** - হ্যাঁ **(**লেনদেনের পরিমাণ কমপক্ষে ₹৪০০ থেকে সর্বোচ্চ ₹৪০০০/- মধ্যে হতে হবে। মাসে সর্বোচ্চ ₹৪০০/- পর্যন্ত সারচার্জ মাফ মিলবে)

	ইম্পেরিয়াম - হ্যাঁ (লেনদেনের পরিমাণ কমপক্ষে ₹৪০০ থেকে সর্বোচ্চ ₹৪০০০/- মধ্যে হতে হবে। মাসে সর্বোচ্চ ₹৪০০/- পর্যন্ত সারচার্জ মাফ মিলবে) **LIC – ইকলাট** - হ্যাঁ (লেনদেনের পরিমাণ কমপক্ষে ₹৪০০ থেকে সর্বোচ্চ ₹৫০০০/- মধ্যে হতে হবে। মাসে সর্বোচ্চ ₹৫০০/- পর্যন্ত সারচার্জ মাফ মিলবে) **LIC – লুমিন** - হ্যাঁ (লেনদেনের পরিমাণ কমপক্ষে ₹৪০০ থেকে সর্বোচ্চ ₹৪০০০/- মধ্যে হতে হবে। মাসে সর্বোচ্চ ₹৩০০/- পর্যন্ত সারচার্জ মাফ মিলবে)

রিওয়ার্ড রিডেম্পশন ফি	নেই, (সকল কার্ড প্রকারের জন্য)
কার্ডের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার চার্জ	**অ্যাস্পায়ার** - নেই, **রয়্যাল** - নেই,, **ইউফোরিয়া** - নেই,, **উইনিংস** - নেই,, **ইম্পেরিয়াম** - ₹৯৯৯/- যদি কার্ড নেওয়ার এক বছরের মধ্যে বন্ধ করতে চান **LIC – ইকলাট** - ₹৯৯৯/- যদি কার্ড নেওয়ার এক বছরের মধ্যে বন্ধ করতে চান **LIC – লুমিন** - ₹৯৯৯/- যদি কার্ড নেওয়ার এক বছরের মধ্যে বন্ধ করতে চান
আইআরসিটিসি টিকিট কেনা বা বাতিলের ওপর চার্জ	আইআরসিটিসি / ভারতীয় রেলের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী

ব্যালেন্স ট্রান্সফার সুবিধাটি বর্তমানে ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে না।
আরও বিস্তারিত জানতে, দয়া করে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: www.idbibank.in

মনে রাখবেন: সমস্ত ফি এবং চার্জের সাথে প্রযোজ্য জিএসটি আলাদাভাবে যোগ হবে।

(টোল ফ্রি নয়) **ওয়েবসাইট:** www.idbibank.in | **ই-মেল ঠিকানা:** customercare@idbi.co.in

CIN: L65190MH2004GOI148838